Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Chaitra 19, 1432 Bangla, April 02, 2026, Thursday, No. 89, 56th year

H I G H L I G H T S

PM Tarique Rahman has stated Bangladesh has started exchanging information and detecting assets with identified countries to recover laundered money abroad. [BBC: 03]

A measles outbreak in country has taken a worrying shape. So far, 15 people have died of measles in various areas including Rajshahi--confirmed Health Services Division Secretary Kamruzzaman Chowdhury. [Jago FM: 19]

Health & Family Welfare Minister Sardar Md Sakhawat Hossain has said an emergency measles vaccination campaign will begin on Sunday targeting children aged 6 months to 10 years. [BBC: 04]

Iran's ambassador to Dhaka, Jalil Rahimi Jahanabadi, has voiced dissatisfaction over the statement issued by BD govt. regarding Iran issue. Iran expects Bangladesh will condemn the role of aggressive forces. [DW: 15]

A Bangladeshi national has been killed in the United Arab Emirates when shrapnel from an intercepted drone landed on a farm in the Al Rifaa area of Fujairah. [BBC: 11]

Bangladesh achieved unprecedented growth in denim exports to the US market in 2025, this has further strengthened Bangladesh's position far ahead of global competitors. [Jago FM: 18]

Iran has approved the passing of 6 Bangladeshi fuel ships through the Strait of Hormuz amid a serious fuel crisis in the South Asian country during the US-Israel war against Iran. [BBC: 04]

US President Donald Trump has claimed that he will probably end the war in Iran within the next two weeks. [DW: 16]

Iranian President Masoud Pezeshkian has said that Iran has the good will to end the war with the United States and Israel if certain conditions are met. [BBC: 13]

US President Donald Trump is "seriously considering" withdrawing the United States from NATO, calling the alliance a "paper tiger." [BBC: 12]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ১৯, বাংলা ১৪৩২, এপ্রিল ০২, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং- ৮৯, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

বিদেশে পাচার হওয়া টাকা ফেরাতে চিহ্নিত দেশগুলোর সঙ্গে তথ্য বিনিময় ও সম্পদ শনাক্তের কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ --- বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [বিবিসি: ০৩]

দেশে হামের প্রাদুর্ভাব উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। এ পর্যন্ত রাজশাহীসহ বিভিন্ন এলাকায় হামে আক্রান্ত হয়ে ১৫ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী।
[জাগো এফএম: ১৯]
আগামী রোববার থেকে হামের টিকাদান কর্মসূচি শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। ৬ মাস থেকে ১০ বছর বয়সী বাচ্চাদের হামের টিকা দেওয়া হবে। [বিবিসি: ০৪]

ঢাকায় নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহানাবাদি বলেছেন, ইরান ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকার যে বিবৃতি দিয়েছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট নয় তেহরান। ইরান প্রত্যাশা করে, আগ্রাসী শক্তির ভূমিকার নিন্দা করবে বাংলাদেশ।
[ডয়চে ভেলে: ১৫]
সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাহ অঞ্চলের আল রিফা এলাকায় ইরানের ছোড়া ড্রোনকে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে প্রতিহত করার পর ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ একটি খামারে পড়ে এবং সেখানে এক বাংলাদেশি নিহত হন।
[বিবিসি: ১১]
যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম পণ্যের রপ্তানিতে ২০২৫ সালে বাংলাদেশ নজিরবিহীন প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এতে বৈশ্বিক প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেক এগিয়ে নিজেদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে বাংলাদেশ।
[জাগো এফএম: ১৮]
হরমুজ প্রণালিতে আটকে পড়া বাংলাদেশের পতাকাবাহী ছয়টি জাহাজকে যেতে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে ইরান।
[বিবিসি: ০৪]
সম্ভবত আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ইরানে যুদ্ধ শেষ করে ফেলবেন বলে দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। [ডয়চে ভেলে: ১৬]

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার জন্য ইরানের সদিচ্ছা রয়েছে। [বিবিসি: ১৩]

নেটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নেটো জোটকে কাগুজে বাঘ বলে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। [বিবিসি: ১২]

বিবিসি

১০ দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার চেষ্টা চলছে : সংসদে প্রধানমন্ত্রী

বিদেশে পাচার হওয়া টাকা ফেরাতে চিহ্নিত দেশগুলোর সঙ্গে তথ্য বিনিময় ও সম্পদ শনাক্তের কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে প্রথমবারের মতো প্রশ্নোত্তর পর্বে এ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ ১০টি দেশে টাকা পাচারের গন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করে দেশগুলোর সঙ্গে আইনি সহায়তা এবং তদন্তের জন্য যৌথ তদন্ত দল কাজ শুরু করেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, পাচার হওয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের বিষয়কে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়া ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষি কার্ড নিয়ে সরকারের উদ্যোগ এবং এসব খাতে বরাদ্দ ও মূল্যস্ফীতির বিষয়েও প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি জানিয়েছেন, সরকারের ফ্যামিলি কার্ড এবং কৃষি কার্ড কর্মসূচির কারণে দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়ার কোনো শঙ্কা নেই। এসব কর্মসূচির ফলে দেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে বলেও দাবি করেন তিনি। এ সময় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে থাকা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৮০ দিন, আগামী অর্থবছর এবং পাঁচ বছরের জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শষ্য, ফসল, পশু পালন ও মৎস্য খাতে ইতোমধ্যে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ এরইমধ্যে মওকুফ করা হয়েছে। এছাড়া ঈদুল ফিতরের আগেই ইমাম, মোয়াজ্জেম, খাদেম, পুরোহিতসহ মোট নয় হাজার ১০২ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সম্মানি দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। ই-হেলথ কার্ড প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলেও জানান তিনি। এছাড়া ২০ হাজার কিলোমিটার খাল খনন ও পুনঃখনন কার্যক্রমের বাস্তাবায়ন শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, পহেলা বৈশাখের দিন দেশে কৃষক কার্ড চালু করা হবে। প্রায় ২২ হাজার কৃষককে এই পাইলট প্রজেক্টের আওতায় আনা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

পাচার হওয়া টাকা ফেরাতে চায় সরকার

জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে বিদেশে পাচার হওয়া টাকা ফেরাতে বিএনপি সরকারের নেওয়া নানা পদক্ষেপও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় প্রকাশিত শ্বেতপত্রের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, বিগত সরকারের (আওয়ামী লীগের শাসনে) আমলে ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশে থেকে অবৈধভাবে আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বছরে বাংলাদেশি টাকায় গড়ে এক দশমিক আট লক্ষ কোটি টাকা। প্রাথমিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, আরব-আমিরাত, সুইজারল্যান্ড ও হংকং-চায়না-এই ১০টি দেশে টাকা পাচার হওয়ার গন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা গেছে বলে জানান প্রধনমন্ত্রী। পাচার হওয়া টাকা উদ্ধারে এরই মধ্যে অনেক দেশের সঙ্গে তথ্য বিনিময়, সম্পদ শনাক্তকরণ এবং আইনি সহায়তা জোরদার করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। মিউচুয়াল লিগাল অ্যাসিট্যান্ট ট্রিটি এবং মিউচুয়াল অ্যাসিস্টেন্ট রিকোয়েস্টের মাধ্যমে দেশগুলো থেকে টাকা ফেরাতে চায় সরকার। মালয়েশিয়াসহ সাতটি দেশের সঙ্গে চুক্তি সই করার বিষয়ে সম্মতি দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। এছাড়া, টাকা ফেরাতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তারেক রহমান। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন অভিযোগের অনুসন্ধান এবং তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ, এনবিআর এবং শুল্ক গোয়েন্দাদের সমন্বয়ে গঠিত ১১টি যৌথ অনুসন্ধানি দল গঠন করা হয়েছে। যে-সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এসব টাকা পাচার করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "অতীতে আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে তুলে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার আইনের ভিত্তিতেই কাজ করতে চায়। আইনগতভাবেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।„

ফ্যামিলি কার্ড কী মূল্যস্ফীতি বাড়াবে?

ফ্যামিলি কার্ড এবং কৃষি কার্ড নিয়ে সরকারের কর্মপরিকল্পনা সংসদে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর ফলে দেশে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়ার শঙ্কা রয়েছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন তিনি। বুধবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনের শুরুতে ফ্যামিলি কার্ড এবং পাচার হওয়া টাকা উদ্ধারে সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, প্রথমিকভাবে ১৩টি জেলায় প্রায় ৩৮ হাজার নারী প্রধান পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান শুরু হয়েছে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে দশটি জেলার ১১ উপজেলায় কৃষি কার্ড কার্যক্রমের পাইলটিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি। এ সময় ফ্যামেলি কার্ড ও কৃষক কার্ড বিতরণ কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন করেন রংপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আখতার হোসেন। সরকারের কার্ড বিতরণ কর্মসূচি দেশের মূল্যস্ফীতি বাড়াবে কিনা এ বিষয়ে জানতে চান তিনি। এই প্রশ্নের জাবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারের এই পদক্ষেপ দেশের মূল্যস্ফীতি বাড়াবে না বরং এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে। "মূল্যস্ফীতি হবে বলে আমরা মনে করি না বরং অর্থনীতি আরও সচল হবে। তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের জীবন মানে পরিবর্তন বোঝা যাবে,„ বলেন তিনি। এই পদক্ষেপের ফলে দেশের নারী ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, চার বছরের মধ্যে প্রায় চার কোটি মানুষের কাছে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দিতে

চায় সরকার। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কৃষক কার্ডে পাবেন আড়াই হাজার টাকা বছরে, ফ্যামিলি কার্ডে নারীরা আড়াই হাজার টাকা করে মাসে পাবেন। পর্যায়ক্রমে আগাবো আমরা এবং বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো হবে। যেহেতু টাকা ছাপিয়ে দিচ্ছি না তাই মূল্যস্ফিতি বাড়বে না।„ এসব কর্মসূচির জন্য কত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, এমন প্রশ্নে জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাজেট কত এখনই বলছি না, পর্যায়ক্রমে বাজেট বাড়ানো হবে। পৃথিবীর কোনো দেশ একসাথে এটি বাস্তবায়ন করতে পারে না।„ তারেক রহমান এ-ও বলেন, সরকার টাকা ছাপিয়ে এ সহায়তা দিচ্ছে না। কাজেই মূল্যস্ফীতি হবে না বরং এই টাকা যাদের দেওয়া হবে, সেই সব কৃষক ও নারী নিশ্চয়ই সিঙ্গাপুর বা বিভিন্ন দেশে পাচার করবেন না। এই টাকা স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যয় হবে। এতে অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে। কর্মসংস্থান বাড়বে। প্রান্তিক গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশের ছয়টি জাহাজকে হরমুজ প্রণালি অতিক্রমের অনুমোদন ইরানের

হরমুজ প্রণালিতে আটকে পড়া বাংলাদেশের পতাকাবাহী ছয়টি জাহাজকে যেতে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে ইরান। আজ বুধবার ঢাকার ইরানি দূতাবাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দেশটির রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহানাবাদি এ তথ্য জানান। খবর রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর। রাষ্ট্রদূত বলেন, "আমরা আটকে পড়া ছয়টি জাহাজের বিষয়ে তেহরানকে জানিয়েছিলাম। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল এই জাহাজগুলোকে সহায়তার বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছে। তবে আগে বিস্তারিত তথ্য না থাকায় আমরা জাহাজগুলো শনাক্ত করতে পারিনি।„ তিনি আরও জানান, ইরান সরকারের পক্ষ থেকে জাহাজগুলোর বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছিল। গত সপ্তাহে বাংলাদেশ সরকার সেসব তথ্য দিয়েছে। জাহাজগুলো ছাড়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশি জাহাজ চলাচলে আর কোনো সমস্যা নেই উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, "এই বিষয়ে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা নিশ্চিত করবো।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ এলিনা)

আগামী রোববার থেকে হামের টিকা দেওয়া শুরু হবে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

আগামী রোববার থেকে হামের টিকাদান কর্মসূচি শুরু হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। খবর রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর। আজ বুধবার সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে এ ঘোষণা দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এর আগে, স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছিল যে, তারা আগামী জুলাই-আগস্টে বিশেষ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দেশজুড়ে শিশুদের হামের টিকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আগামী রোববার হতে ছয় মাস থেকে ১০ বছর বয়সি বাচ্চাদের হামের টিকা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, এপিআই-এর অন্য টিকা কার্যক্রমও চলবে। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যে টিকা ও সিরিঞ্জ সংগ্রহ করে সারাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। টিকা কার্যক্রম ভালোভাবে সম্পন্ন করতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সব ছুটি বাতিল করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে হাম মোকাবিলায় পর্যাপ্ত ভেন্টিলেটর প্রস্তুত রয়েছে। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শয্যাও প্রস্তুত করা হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ এলিনা)

খুন, মারামারি, বাঁশঝাড় গোয়ালঘরে মজুত- তেল নিয়ে যত তেলেসমাতি বাংলাদেশে

ইরান যুদ্ধের জের ধরে জ্বালানি তেল, বিশেষ করে অকটেন ও পেট্রোলের জন্য এখনো দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের ফিলিং স্টেশনগুলোতে এবং এই সংকটকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের ঘটনার খবর আসছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। ফিলিং স্টেশনে তেল না পেয়ে পাম্প ম্যানেজারকে ট্রাক চাপায় খুনের অভিযোগ উঠেছে, আবার সাইকেলে করে মোটরসাইলের ট্যাংকি নিয়ে এসে তেল সংগ্রহের ঘটনাও আলোচনায় এসেছে। জোর করে পাম্প থেকে তেল নেওয়ার অভিযোগ যেমন প্রতিনিয়তই আসছে, পাশাপাশি দেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় বসতবাড়ি, গোয়ালঘর কিংবা বাঁশঝাড়ের নিচে তেল মজুতের ঘটনাও উদ্‌ঘাটন করেছে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সরকারের পক্ষ থেকে নিয়মিতই 'তেলের কোনো সংকট নেই' দাবি করা হলেও, ঢাকাসহ সারাদেশে ফিলিং স্টেশনগুলোতে তেলের জন্য প্রতিদিনই দীর্ঘ লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছে গাড়ি ও মোটরসাইকেলের। যদিও বিদ্যুৎমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু জাতীয় সংসদে দেওয়া বিবৃতিতে বলেছেন, "ফিলিং স্টেশনে দীর্ঘ লাইন প্রকৃত পরিস্থিতির প্রতিফলন নয়। বরং অতিরিক্ত ক্রয় ও মজুতের প্রবণতায় 'কৃত্রিম সংকট' তৈরি হয়েছে।„ পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার ফিলিং স্টেশনগুলোতে ট্যাগ অফিসার নিয়োগের পাশাপাশি জেলা প্রশাসন থেকে 'ফুয়েল কার্ড' দেওয়ার কর্মসূচি শুরুর পর সেই কার্ড নিয়েও মারামারির ঘটনা ঘটেছে কয়েকটি জেলায়।
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন্স) মনির হোসেন চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলছেন, জ্বালানি তেলের কোনো ঘাটতি নেই জানার পরেও এসব ঘটনা ঘটার কারণ "অনেকটাই মনস্তাত্ত্বিক„, যার সমাধান তাদের হাতে নেই বলে মনে করেন তিনি। "যুদ্ধ হয়ত অনেককে আতঙ্কিত করেছে প্যানিক বায়িংয়ের ক্ষেত্রে। যে কারণে কেউ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেছে, আবার কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, তেলের কোনো ঘাটতি নেই,„ বলছিলেন মি. চৌধুরী। এর আগে, বিবিসি বাংলার সাথে আলাপকালে বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেছিলেন, তেল মজুত করে একটি গোষ্ঠী সংকট তৈরির চেষ্টা করছে। সমাজ বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তৌহিদুল হক

বলছেন, বাংলাদেশে কোনো কিছুর সংকট হলে অসৎ ও অভিনব চর্চা দেখা যায়, বিশেষ করে পণ্যের ক্ষেত্রে লাভের লোভ কিংবা আতঙ্ক থেকে মানুষ অতিরিক্ত সংগ্রহ করতে শুরু করে। "এখন ফিলিং স্টেশনে মারামারি কিংবা আচরণগত অস্থিরতা বা একে অন্যকে দোষারোপ- এগুলো দেখা যাচ্ছে। এটি সামাজিক বৈকল্যের বহিঃপ্রকাশ। যে-কোনো সংকট প্রয়োজনীয় সঠিক ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বলেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। যার প্রভাব সবার ওপর পড়ে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

আলোচনায় যে-সব ঘটনা

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা শুরুর পর থেকেই দেশে তেল নিয়ে অস্থিরতা শুরু হতে দেখা যায় এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে দেশে তেল আসা নিয়েও এক ধরনের উৎকণ্ঠা তৈরি হয়। ওই পরিস্থিতিতে হুট করেই মোটরসাইকেল ও গাড়ি ছাড়াও বোতল, ড্রামে করে তেল কেনা শুরু হলে সরকার পরিস্থিতি সামলাতে তেল কেনায় সীমা, অর্থাৎ রেশনিং চালু করে। ফিলিং স্টেশনগুলোতে সরবরাহও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তখন থেকেই ফিলিং স্টেশনগুলোতে যে দীর্ঘ লাইন শুরু হয়েছে, তা এই একমাস পরে এসেও আর কমেনি, যদিও এর মধ্যেই রেশনিং পদ্ধতি তুলেও নিয়েছে সরকার। এর মধ্যেই ঢাকাসহ সারাদেশে অনেক জায়গায় 'তেল বা অকটেন নেই' এমন প্ল্যাকার্ড ঝুলিয়ে ফিলিং স্টেশন বন্ধ রাখা কিংবা এক বেলা করে নির্দিষ্ট পরিমাণে জ্বালানি বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে বহু ফিলিং স্টেশনকে। ফলে যখন যেই ফিলিং স্টেশনে তেল বিক্রি শুরু হয়েছে, সেখানেই এক সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বহু মানুষ। ফলে স্টেশনগুলো শত শত বাইকের ভিড় কিংবা গাড়ির দীর্ঘ লাইন- এমন ছবি ও ভিডিওতে সয়লাব হয়ে গেছে সামাজিক মাধ্যম। আবার এর মধ্যেই অভিযোগ উঠেছে, এক জায়গা থেকে তেল নিয়ে সেই তেল খোলা বাজারে বিক্রি করে আবার অন্য পাম্প থেকে তেল নেওয়ার কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে কেউ কেউ। খোলাবাজারে এসব তেল লিটারপ্রতি দুশো টাকার বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে এবং অনেকেই ফিলিং স্টেশনের দীর্ঘ লাইন এড়াতে অনেক বেশি দামে অস্থায়ী এসব কালোবাজারিদের কাছ থেকে তেল সংগ্রহ করছেন। তবে যে ঘটনার ভিডিও সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে তা হলো- নড়াইলে তেল না পেয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে পেট্রোল পাম্প ম্যানেজারকে ট্রাকচাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ।

গত ২৯ মার্চ নড়াইল-যশোর মহাসড়কের তুলারামপুর এলাকায় মের্সাস তানভীর ফিলিং স্টেশনের পাশে এ ঘটনা ঘটে বলে জানায় নড়াইল থানা পুলিশ। এই ঘটনায় মামলা হয়েছে ও ট্রাকচালক গ্রেফতারও হয়েছেন। ফরিদপুর সদর উপজেলার দুটি পাম্পে অভিযান চালিয়ে ২৮ হাজার লিটার তেল উদ্ধার করা হয়েছে গত ২৮ মার্চ। এদের মধ্যে একটি ফিলিং স্টেশনে 'তেল নাই' লেখা প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছিল। নাটোরের সিংড়া উপজেলায় বাঁশঝাড়ের মধ্যে মাটির নিচে পানির ট্যাংক বসিয়ে ১০ হাজার লিটার জ্বালানি তেল লুকিয়ে রাখার অভিযোগ পাওয়া যায় রুবেল হোসেন নামের এক জ্বালানি তেল ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে সেখানকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) গত ৭ই মার্চ দুপুরে অভিযান চালিয়ে অর্থদণ্ড করেন ওই ব্যবসায়ীকে। আবার ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার জামগড়া মোড় এলাকায় এক মুদি দোকানির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে জ্বালানি তেল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ওই তেল পরে বিক্রি করে সরকারি কোষাগারে টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ওদিকে সামাজিক মাধ্যমে আলোচনায় এসেছেন গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার বাচ্চু মিয়া। তিনি তার মোটরসাইকেলের ট্যাংক খুলে বাইসাইকেলে লাগিয়ে জেলার সদর উপজেলার পুলিশ লাইন এলাকার হাছনা ফিলিং স্টেশনে গিয়েছিলেন তেল নেওয়ার জন্য। এরপর থেকে দেশের কয়েকটি জায়গায় অনেককে শুধু বাইকের ফুয়েল ট্যাংক নিয়ে এসে তেল সংগ্রহ করতে দেখা যাচ্ছে।

পরিস্থিতি সামলাতে সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে বাইকারদের জন্য 'ফুয়েল কার্ড' দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যা কয়েকটি জেলায় ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় সেই ফুয়েল কার্ড সংগ্রহ করতে এসে বখতিয়ার নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে গত মঙ্গলবার। কার্ড সংগ্রহ করতে এসে উপজেলা মাঠে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরে স্থানীয়রা দ্রুত একটি ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আবার চুয়াডাঙ্গাতেই ফুয়েল কার্ডের জন্য জেলা প্রশাসকের সামনে অপেক্ষমাণ মোটরসাইকেল চালকদের মধ্যে মারামারির দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। লালমনিরহাটে তেল নিয়ে দুই দল ব্যক্তির মারামারি গড়িয়েছে কাদামাটি পর্যন্ত। হাতাহাতি থেকে শুরু হয়ে সেটি গড়িয়েছিল দলবদ্ধ মারামারিতে। আবার নীলফামারীতে অবৈধ তেল বিক্রির দায়ে তিন সহকর্মীকে কারাদণ্ড ও জরিমানা করার প্রতিবাদে গত রোববার সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছিলেন ট্যাংক-লরি শ্রমিকরা। এর ফলে উত্তরাঞ্চলের আট জেলায় জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ যায়। পরে অবশ্য প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর সেই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। জ্বালানি বিভাগ বলছে, প্যানিক বায়িং আর মজুতদারির চেষ্টার কারণেই পাম্পগুলোকে কেন্দ্র করে এসব ঘটনা ঘটেছে। "পর্যাপ্ত তেল আছে। পুরো এপ্রিলে এতটুকু ঘাটতি হবে না। তারপরেও মানুষ এসব করছে কেন আমাদের জানা নেই,„ বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন যুগ্মসচিব মনির হোসেন চৌধুরী।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের মজুত কত, চলবে কয়দিন?

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি শুরুর পর থেকেই বাংলাদেশে জ্বালানি তেলের মজুত নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। দেশে এই মুহূর্তে কত তেল আছে এবং তা দিয়ে কতদিন চলবে এমন প্রশ্ন ঘুরেফিরেই সামনে আসছে। সরকারের পক্ষ থেকে জ্বালানি তেলের সংকট না থাকার দাবি করা হলেও, 'তেল ফুরিয়ে যাচ্ছে' এমন শঙ্কা থেকে দেশের ফিলিং স্টেশনগুলোর সামনে প্রতিদিনই দীর্ঘ হচ্ছে যানবাহনের লাইন। জ্বালানি তেল নিয়ে গ্রাহক-বিক্রেতা বাগ্‌বিতণ্ডা কিংবা সংঘাতের অভিযোগ যেমন আসছে, তেমনি অবৈধ মজুত ঠেকাতে চালানো হচ্ছে অভিযানও। সব মিলিয়ে জ্বালানি তেল নিয়ে এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি হয়েছে গোটা দেশে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রতি বছর ৬৫ থেকে ৬৮ লাখ টন জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়, যার মধ্যে ডিজেল ও অপরিশোধিত তেলের পরিমাণই বেশি। এছাড়া অল্প পরিমাণ অকটেন আমদানি করা হলেও চাহিদার বড়ো অংশ দেশেই উৎপাদন হয়। বড়ো অংশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ আমদানির ওপরই নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে সৌদি আরব কিংবা সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বড়ো ভরসা। এছাড়া ভারত, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুর থেকেও বাংলাদেশে ডিজেল আমদানি করা হয়।

বাংলাদেশের রিজার্ভ সক্ষমতা অনুযায়ী, বার্ষিক জ্বালানি তেলের চাহিদার পুরোটা একসাথে মজুত করার সুযোগ নেই। মূলত চাহিদার নিরিখে নিয়মিতভাবে চালান আসে, ব্যবহার হয়- এভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জ্বালানি নিয়ে বৈশ্বিক সংকট শুরুর শঙ্কায় মার্চ মাস থেকেই জ্বালানি তেল ব্যবহারে রেশনিং (সাশ্রয়ী ব্যবহার) শুরু করে বাংলাদেশ। মূলত আগের বছরের মাসভিত্তিক চাহিদার সাথে মিল রেখেই এই মুহূর্তে জ্বালানি সরবরাহ করা হচ্ছে। সেই হিসেবে মার্চের মতো এপ্রিল মাসেও জ্বালানি তেলের সংকট হবে না বলে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় কী করছে বাংলাদেশ?

বাংলাদেশে এই মুহূর্তে জ্বালানি তেলের মজুত কত? কতদিনের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব? এই প্রশ্নগুলো এখন অনেক বেশি আলোচনায়। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশে ডিজেলের মজুত রয়েছে এক লাখ ২৮ হাজার ৯৩৯ মেট্রিক টন। এছাড়া ৭ হাজার ৯৪০ মেট্রিক টন অকটেন, ১১ হাজার ৪৩১ মেট্রিক টন পেট্রোল এবং ৪৪ হাজার ৬০৯ মেট্রিক টন জেট ফুয়েল মজুত রয়েছে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে ডিজেলের গড় নিয়মিত চাহিদা ১২ হাজার মেট্রিক টনের মতো। অর্থাৎ মজুত থাকা ডিজেলে প্রায় ১১ দিনের মতো চলবে। তার মানে এই নয় যে, জ্বালানি তেলের মজুত ফুরিয়ে শূন্য হয়ে যাবে। এই সময়ে নতুন করে আমদানি করা জ্বালানি তেলের চালান দেশে পৌঁছালে আবারও এই মজুত বাড়বে। যেমন সম্প্রতি মালয়েশিয়া থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন এবং মার্চ মাসে ভারত থেকে ২২ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে এসেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন। এছাড়া অকটেন পেট্রোলের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া। প্রতিদিনের ব্যবহারের পাশাপাশি স্টকে নতুন করে তেল যুক্তও হচ্ছে বলে জানান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ও যুগ্মসচিব মনির হোসেন চৌধুরী। মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, এই মুহূর্তে মাসভিত্তিক চাহিদা পূরণেই গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। তিনি জানান, গত বছরের এপ্রিলে দেশে যে পরিমাণ তেল সরবরাহ হয়েছিল, এই বছরের এপ্রিলেও একই পরিমাণ জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

জ্বালানি তেলের কোনো সংকট নেই বলে দাবি মি. চৌধুরীর। তিনি বলছেন, "ডিজেলে কোনো সংকট নেই, বরং পাচারের শঙ্কা থাকতে পারে, যা সরকার বিবেচনায় রেখেছে- সীমান্তে নির্দেশনা দেওয়া আছে।„ জ্বালানি তেলের চাহিদা প্রসঙ্গে মি. চৌধুরী বলছেন, মজুতের চেষ্টা থাকায় এই মুহূর্তে প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করা কঠিন হচ্ছে। এক্ষেত্রে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী একটি দেশে অন্তত ৯০ দিনের জ্বালানি মজুত থাকা উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্ষমতা না থাকায়, জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে বলেই মনে করেন জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ম. তামিম। "স্টোরেজ বা সংরক্ষণ সক্ষমতা কম হওয়ায় আমরা সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ দিনের বেশি তেল মজুত করে রাখতে পারি না,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. তামিম। 'কৌশলগত মজুদের' সক্ষমতা না থাকা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড়ো চিন্তার কারণ বলেও মনে করেন তিনি। "সব সময়ই মজুত ওঠানামা করে। সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার সঙ্গেও জুন মাস পর্যন্ত আমাদের জ্বালানি চুক্তি আছে, কিন্তু তাদেরও অপরিশোধিত তেল আসে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকেই। ফলে তারা যে পরিশোধিত তেল দেয়, সেটাও ধারাবাহিক থাকবে না,„ বলেন তিনি।

জ্বালানি নিয়ে অস্থিরতা কেন?

"প্রায় দুই ঘণ্টা দাড়াইছি এক পাম্পের সামনে পরে বলে তেল নাই। পরে আরেকটা পাম্পে আইসা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দুইশ টাকার তেল দিছে।„ এভাবেই বিবিসি বাংলাকে নিজের অভিজ্ঞতা বলছিলেন ঢাকার বংশাল এলাকার বাসিন্দা মোটরসাইকেল চালক আনিসুর রহমান। পাম্প থেকে তেল দিতে অনিয়ম করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তার। অন্যদিকে পেট্রোল পাম্প মালিকরা নিরাপত্তা চেয়েছেন সরকারের কাছে। তাদের দাবি, কোনো অনিয়ম না করেই

অনেক সময় গ্রাহকদের আক্রোশের শিকার হচ্ছেন তারা। মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে যে, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের আদেশ, নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাদের নাভিশ্বাস অবস্থা। এছাড়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে রাতের বেলা পেট্রোল এবং অকটেন বিক্রি বন্ধ রাখতে সরকারের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন পাম্প মালিকরা। এদিকে, দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে জ্বালানি তেল মজুতের অভিযোগে কয়েকটি পেট্রোল পাম্পের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিয়েছে প্রশাসন। সব মিলিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে সংকট না থাকার কথা বলা হলেও, মাঠ পর্যায়ে জ্বালানি তেল নিয়ে অস্বস্তির তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। পেট্রোল পাম্পগুলোর সামনে প্রতিদিনই যানবাহনের লাইন দীর্ঘ হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে অস্থিরতাও বাড়ছে। যদিও জ্বালানি তেলে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা সরকার করছে বলে দাবি জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মনির হোসেন চৌধুরীর। তিনি বলছেন, মার্চের মতো এপ্রিল মাসেও জ্বালানি তেল সংকটের কোনো শঙ্কা নেই। তাহলে পেট্রোল পাম্পের সামনে জ্বালানি তেলের জন্য যানবাহনের এমন দীর্ঘ লাইন কেন? এই প্রশ্নের জবাবে মি. চৌধুরী বলছেন, "এই দীর্ঘ লাইন মনস্তাত্ত্বিক। আমরা কোনো সংকট দেখছি না।„

সরকার কী করছে?

জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিয়ে আলোচনা শুরুর পর থেকেই 'প্যানিক বাইং' এবং 'মজুত' এই শব্দগুলোও অনেক বেশি সামনে আসছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাশ্রয়ী ব্যবহারের পাশাপাশি বিকল্প উৎস থেকে জ্বালানি তেল ও গ্যাস সংগ্রহের কথা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ। এছাড়া জ্বালানি তেলের মজুত এবং এর সঠিক ব্যবস্থাপনায় দেশের পেট্রোল পাম্পগুলোতে 'ট্যাগ অফিসার' নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ফিলিং স্টেশনগুলোতে ১১৬ জন, ঢাকার ১৩ জেলায় ৪৭৯ জন, চট্টগ্রামের ১১ জেলায় ৩৩০ জন, রাজশাহীর আট জেলায় ৩৪০ জন, খুলনার দশ জেলায় ৩০১ জন কর্মকর্তা ট্যাগ অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মনির হোসেন চৌধুরী বলছেন, বাকি বিভাগগুলোতেও একইভাবে সরকারিভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। "জ্বালানি তেল ব্যবস্থাপনায় সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এই কর্মকর্তারা কাজ করবে এবং এ সংক্রান্ত নিয়মিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন„ বলেন তিনি। এছাড়া জ্বালানি তেল মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে বলেও জানান মি. চৌধুরী। তিনি বলেন, ৩০ মার্চ একদিনে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে সারাদেশে ৩৯১টি অভিযান চালানো হয়েছে। "এসব অভিযানে ১৯১টি মামলা করা হয়েছে, প্রায় দশ লাখ টাকা জরিমানা এবং তিনজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডও দেওয়া হয়েছে„ জানান তিনি।

এছাড়া প্রায় ৬৮ হাজার লিটার ডিজেল, সাড়ে ছয় হাজার লিটার অকটেন এবং প্রায় ১৪ হাজার লিটার পেট্রোল উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জ্বালানি মন্ত্রণালয়। জ্বালানিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ বলছেন, বাংলাদেশের জ্বালানি তেল সাধারণত দুইভাবে কেনা হয়। উৎস দেশের সঙ্গে সরকারিভাবে চুক্তির মাধ্যমে অথবা ওপেন টেন্ডারে স্পট মার্কেটের মাধ্যমে। "ভারত, মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের মতো কয়েকটি দেশের সঙ্গে আমাদের চুক্তির মেয়াদ এখনো রয়েছে। এছাড়া আমেরিকা ও চীনের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ করছি জ্বালানি তেল আনার ব্যাপারে„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

'স্কুলের আগে সংসদ অনলাইনে করা হোক'

ইরান যুদ্ধের জের ধরে তৈরি হওয়া জ্বালানি সংকটের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শহর এলাকায় অনলাইন ক্লাস চালু হওয়ার খবরে নানা আলোচনা দেখা যাচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নিজেই এ ধরনের প্রস্তাবনার কথা জানানোর পর এ নিয়ে নানামুখী প্রতিক্রিয়া আসছে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাবিদদের পক্ষ থেকে। তাদের অনেককেই এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সমালোচনা করতে দেখা গেছে। তারা সরকারের এমন প্রস্তাবের সমালোচনা করে বলেছেন, অনলাইন ক্লাস চালু হলে এটি শিক্ষার্থীদের আরো পিছিয়ে দেবে। তাদের অনেকেই এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন বিরত থাকারও আহ্বান জানিয়েছেন। যদিও সরকারের পক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "সিদ্ধান্তটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি, মন্ত্রিসভায় আলোচনার মাধ্যমে সবদিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।„ বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা মঙ্গলবার জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক। তিনি বলেছিলেন, "যেহেতু বিশ্বজুড়ে সংকট, এটা শুধু বাংলাদেশের সংকট নয়। আমরা জানি না, এই সংকট কতদিন চলবে। সেই কারণে আমরা ভাবছি আমাদের স্কুল সিস্টেমগুলোকে অনলাইনে এনে, অন অ্যান্ড অফ ব্লেন্ডিং সিস্টেম চালু করা।„ সরকারের এই প্রস্তাবনা নিয়ে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বেশ কয়েকটি স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে কথা বলেছে বিবিসি বাংলা। শিক্ষক ও অভিভাবকদের বেশিরভাগই বলেছেন, মন্ত্রণালয়ের এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন হলে তার নেতিবাচক প্রভাবই বেশি পড়ার শঙ্কা রয়েছে। সপ্তাহে তিনদিন অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই প্রস্তাব নিয়ে বিবিসি বাংলার ফেসবুক পেজে পাঠকদের জন্য অনলাইনে মতামত চাওয়া হয়েছিল। সেখানে অনেকেই

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই প্রস্তাবনার পক্ষে বিপক্ষে নানা মতামত তুলে ধরেছেন। কেউ কেউ আবার মিশ্র প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন।

যা বলছেন বিবিসি বাংলার পাঠকেরা

বুধবার দুপুরে বিবিসি বাংলার ফেসবুক পোস্টে পাঁচ ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার পাঠক তাদের মতামত তুলে ধরেন। বিবিসি বাংলার এই পোস্টে যারা মতামত জানিয়েছেন, তাদের বেশিরভাই মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবটিতে নেতিবাচক অবস্থানের কথাই তুলে ধরেছেন। কেউ কেউ সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়েছেন। অনেকে আবার বিকল্প সিদ্ধান্ত নেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন সরকারের কাছে। সাইফুল সাইদ নামের একজন লিখেছেন, "অনলাইনে সংসদ অধিবেশন হলে জনগণের করের টাকা অনেক সেভ হতো। তাই স্কুলের ক্লাস অনলাইনে করার আগে সংসদ অধিবেশন অনলাইনে করা হোক।„ জান মোহাম্মদ নামে একজন লিখেছেন, "মর্নিং স্কুল করে কর্মঘণ্টা কিছুটা কমিয়ে সাপ্তাহিক ছুটি বাদে প্রতিদিন স্কুল চলুক।„ আরেকজন পাঠক মো. বদরুল আলম লিখেছেন, "অবশ্যই না, ছাত্র-ছাত্রীদের মোবাইল নেশা থেকে যত দূরে রাখা যায়, সেটার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন।„ এবি মামুন নামের একজন লিখেছেন, "শ্রেণিতে ৪০-৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটা বা দুইটা ফ্যান ঘুরবে ও লাইট জ্বলবে। কিন্তু অনলাইন ক্লাস যখন বাসায় করবে, সে ৪০ জন শিক্ষার্থীর মাথার উপর চল্লিশটা ফ্যান ঘুরবে, ৪০ টা লাইট জ্বলবে। বিদ্যুৎ খুব সাশ্রয় হবে।„ অনেকেই আবার মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। মো. সোহাগ রাসেল লিখেছেন, "এই পদ্ধতিতে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় বিষয় লক্ষণীয়, এই প্রস্তাবটি কার্যকর করার আগে সবার জন্য সাশ্রয়ী ইন্টারনেট এবং ডিভাইসের নিশ্চয়তা দেওয়া সবচেয়ে জরুরি। সব মিলিয়ে এটি একটি মিশ্র সম্ভাবনার বিষয়। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের ইন্টারনেট অবকাঠামো কি এই পরিবর্তন সামলানোর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত?„ তানজিন কলি নামে বিবিসি বাংলার আরেকজন পাঠক লিখেছেন, "অনলাইন ক্লাস চাই না। তার চেয়ে বরং সংসদ অধিবেশন অনলাইনে হলে অনেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় হবে?„ কেউ কেউ আবার ভিন্ন প্রস্তাবনাও তুলে ধরেন কমেন্ট বক্সে। এস এম মাহদি হাসান চারদিন সশরীরের ক্লাস এবং বাকি তিনদিন স্কুল বন্ধ রাখার পক্ষে মতামত তুলে ধরেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবকে সময়োপযোগী আখ্যা দিয়ে শামীম শেখ বলেন, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে যানজট তুলনামূলক কম হবে। এ কে বিথি নামের একজন লিখেছেন, "সবার স্মার্ট ফোন কেনার ক্ষমতা নেই। সাথে একটি স্মার্ট ফোনও দেওয়ার আহ্বান জানাই।„

অভিভাবকদের আশঙ্কা মোবাইল আসক্তি

পেশায় ব্যাংকার আব্দুল্লাহ আহমেদে চৌধুরী থাকেন ঢাকার মিরপুরে। তার দুইজন যমজ সন্তান পড়েন একই ক্লাসে। সরকারের এই পরিকল্পনাকে নেতিবাচক হিসেবেই মনে করছেন তিনি। মি. চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে এর পেছনে দুইটি কারণের কথা উল্লেখ করেন। প্রথমত তিনি বলছিলেন, "আমার সন্তানকে বহু কষ্টে মোবাইল আসক্তি কমিয়েছি। এখন আবার অনলাইন ক্লাস চালু হলে তাদের হাতে আবার ডিভাইস যাবে। পরে সেখান থেকে সরিয়ে আনা বহু কষ্টের হবে।„ একইসঙ্গে মি. চৌধুরী মনে করেন, অনলাইন ক্লাস নিতে পাঠদান করাতে শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা দরকার, তা নেই বেশিরভাগ শিক্ষকেরই। ফলে নতুন করে অনলাইনে ক্লাস চালু হলে তাতে সঠিকভাবে পাঠদান করানো সম্ভব নয়। গাজীপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় থাকেন গণমাধ্যমকর্মী ফারদিন ফেরদৌস। তিনি মনে করেন, শিশু ও স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ক্লাসের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে তা শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয় নামিয়ে আনতে পারে। কারণ হিসেবে তিনি বলছিলেন, "ব্লেন্ডেড ক্লাসের নামে এই পদ্ধতি চালু হলে শিশুদের মোবাইল, ল্যাপটপ কিংবা ডিভাইসে আসক্তি বাড়বে।„ এর পাশাপাশি তিনি মনে করেন, শহর এলাকায় অনেক শিক্ষার্থীরই মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ কিংবা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নেই। ফলে এই সুযোগ যাদের নেই, তারা অনেকেই এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। যেটিকে বৈষম্য হিসেবেই দেখছেন তিনি। যদিও ভিন্নমতও রয়েছে। ঢাকার বাড্ডা এলাকায় থাকেন ব্যাংকার কৌশিক আজাদ প্রণয়। তিনি ব্লেন্ডেড পদ্ধতির ক্লাস চালুর বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন। তিনি বলছিলেন, "বাচ্চাদের স্কুলে আনা নেওয়া করতে গাড়ির দরকার হয়। এই মুহূর্তে যেহেতু জ্বালানি সংকট রয়েছে, তাই শহরের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে শুধু তিনদিন নয়, সব ক্লাসই অনলাইনে চালুর করার পক্ষে মত তার।„

প্রস্তুতি নিতে বলা হচ্ছে স্কুলগুলো থেকে

বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট ও যানজট কমাতে মহানগরীর স্কুলগুলোতে সশরীর পাঠদানের পাশাপাশি অনলাইন ক্লাসের সমন্বয়ে 'মিশ্র শিক্ষাপদ্ধতি' চালু করতে সরকারের পরিকল্পনার কথা মঙ্গলবারই জানান শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক। পরদিনই ঢাকাসহ বিভিন্ন স্কুল কলেজে এ নিয়ে নানা দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলোতে। ঢাকার মিরপুরের মনিপুর স্কুল ও কলেজের পক্ষ থেকে বুধবার এ নিয়ে প্রস্তুতি নিতে স্কুলটির শিক্ষকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটির কয়েকজন শিক্ষক জানিয়েছেন। অনলাইনে ক্লাস আয়োজনে যে-সব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার, সেই প্রস্তুতি নিতেও বলা হয়েছে শিক্ষকদের। সেখানকার শিক্ষক সিরাজুম মনিরা বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমাদের হেড নোটিশ পাঠিয়েছে। জুম বা অনলাইনে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য জানিয়েছে। স্কুল থেকে জানানো হয়েছে, আমরা যেন

বাচ্চাদের সাথে কন্টাক্ট করি। যে-কোনো সময় সরকারের নির্দেশনা মেনে অনলাইন ক্লাস চালু করতে পারি।„ নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই স্কুলেরই আরেকজন শিক্ষক জানিয়েছেন, চার বছর আগে করোনার সময়ে অনলাইনে ক্লাস চালু হয়েছিল। তিনি বলেন, "সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের স্কুলের শিক্ষকরাই এখন অনলাইনে ক্লাস নিতে খুব একটা আগ্রহী নয়। আর প্রায় সব অভিভাবকই চান না আবারও অনলাইনে ক্লাস চলুক। কারণ এতে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে মনযোগী করা সম্ভব নয়।„ আরেক শিক্ষক মিজ মনিরা বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এমনিতে সশরীরে যখন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, তখনই বাচ্চাদের অনেকে ক্লাসে খুব বেশি মনযোগী হয় না। তার ওপর যখন অনলাইনে ক্লাস হয় আমাদের আগের অভিজ্ঞতা বলছে, শিক্ষার্থীদের একদিকে যেমন মোবাইল ফোনে আসক্তি বাড়ে, অন্যদিকে তারা পড়াশোনা বিমুখও হয়ে পড়ে।„ প্রায় একই রকম কথা বলেছেন, ঢাকার উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক। তিনি তার নাম প্রকাশ না করেই বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, করোনাভাইরাস মহামারির সময়ের পর থেকেই সিলেবাস থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। নতুন করে যদি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেটি সংকট আরো বাড়াবে।

'আমরা বড়ো সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছি'

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাথে বৈঠকের পর ওইদিনই দুপুরে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন শিক্ষামন্ত্রী। সেখানে শিক্ষামন্ত্রী জানান, তিনদিন অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে তারা সার্ভে অর্থাৎ জরিপ করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন, "শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসবে এবং অনলাইনে ক্লাস করবে। সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং ইতোমধ্যে আমি সার্ভেও করেছি। সেখানে ৫৫ শতাংশ মানুষ চাচ্ছে যেন অনলাইনে যাই।„ তবে শিক্ষামন্ত্রী এ-ও বলেছেন যে, এটি এখনো শুধু পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। বুধবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "শুধুমাত্র অনলাইন ক্লাস না, এটি নিয়ে আরো অনেকগুলো প্রস্তাব ছিল। সব বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবারের বৈঠকে আলোচনা হবে। যখন এটা চূড়ান্ত হবে, তখনই আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানাতে পারবো।„ সরকারের পক্ষ থেকে জরিপে যে ৫৫ শতাংশ অনলাইনে মতামত দিয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে মি. হাজ্জাজের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিবিসি বাংলার পক্ষ থেকে। তবে তিনি এটি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। শিক্ষাবিদরা মনে করছেন, অনলাইনে ক্লাস চালু করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে পরিকল্পনার বিষয়টি বলা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা বেশ কঠিন হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই মুহূর্তে জ্বালানি নিয়ে সংকট রয়েছে। কিন্তু সেই সংকট মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা ছোটো সংকটকে একটা বড়ো সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছি।„ এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, করোনাভাইরাস মহামারির সময় অনলাইনের ক্লাসে বড়ো ধরনের শিক্ষা ঘাটতি তৈরি হয়েছিল, সেটি থেকে এখনো বের হওয়া যায়নি।„ তিনি মনে করেন, যখন অনলাইনে ক্লাস হবে, তখন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের অনেকেই অফিসে থাকবে। তখন বাচ্চারা অনলাইন ক্লাসের জন্য ডিভাইস কোথায় পাবে, সেই প্রশ্নও তার। অন্যদিকে, যাদের মোবাইল বা অনলাইন ক্লাসের জন্য যে ডিভাইস কেনার প্রয়োজন, সেটি কত শতাংশ শিক্ষার্থীদের কেনা সম্ভব, সেই প্রশ্নটিকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন অধ্যাপক রহমান। এক্ষেত্রে এই সংকট মোকাবিলায় সরকারি দল বিরোধীদল সবার সমন্বয়ে একটি কমিটি বা কমিশন গঠন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

শেখ হাসিনার পক্ষে ট্রাইবুনালে চিঠি পাঠানোর দাবি

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার আইনজীবীর মাধ্যমে ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিতে তার বিরুদ্ধে জুলাই আন্দোলনে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদণ্ডের রায় বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ল ফার্ম কিংসলি ন্যাপলি গত ৩০ মার্চ এই চিঠি পাঠিয়েছে বলে দাবি করেছে আওয়ামী লীগ। দলটির কেন্দ্রীয় নেতা মোহাম্মদ আলী আরাফাত বিবিসি বাংলাকে আইনজীবীর মাধ্যমে এই চিঠি পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা বলছেন, শেখ হাসিনা বিদেশি আইনজীবীর মাধ্যমে এই প্রথম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চিঠি পাঠালেন। এই চিঠিতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে যেভাবে বিচার করা হয়েছে, তাতে "আন্তর্জাতিক আইন এবং ন্যায্যবিচারের মৌলিক মানদণ্ড„ লঙ্ঘন হয়েছে। জুলাই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে এই বিচার প্রক্রিয়া এবং রায়কে, অবৈধ ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে ওই চিঠিতে। যদিও এই চিঠি পাওয়ার বিষয়টি এখনও নিশ্চিত করেনি ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশন। আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো চিঠি না পেলেও এ বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জানতে পেরেছেন বলে দাবি করেছেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "শেখ হাসিনার পক্ষে লেখা চিঠিতে ট্রাইবুনালকে বিতর্কিত করা বা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা অফিসিয়ালি চিঠিটা পেলে আমাদের মতামত জানাবো।„

এদিকে, বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের চিঠির কার্যকারিতা কতটা, সে ব্যাপারে জানতে চাইলে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জোতির্ময় বড়ুয়া বিবিসিকে বলেন, সঠিক বিচার হয়নি, বিচার প্রক্রিয়ায় সমস্যা রয়েছে বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে মনে করলে, এমন চিঠি যে কেউ পাঠাতেই পারেন। "কিন্তু বিচার নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে হলে আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই করতে হবে। এক্ষেত্রে আপিলের সুযোগ রয়েছে। তবে পলাতক থাকা অবস্থায় আপিলের কোনো সুযোগ নেই,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. বড়ুয়া।

শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবন কি এখানেই শেষ?

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ট্রাইব্যুনাল বরাবর লন্ডনের আইনি প্রতিষ্ঠান কিংসলি ন্যাপলির পাঠানো এই চিঠি দশ পৃষ্ঠার। চিঠিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো ওই চিঠিতে, শেখ হাসিনার বিচার প্রক্রিয়াকে 'অবৈধ' এবং 'আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি' বলে দাবি করা হয়েছে। তারা বলছে, আসামির অনুপস্থিতিতে বিচার করা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেওয়া আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের পরিপন্থি। চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে ন্যায্যবিচারের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। এছাড়া, প্রসিকিউশন রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত বলেও অভিযোগ করা হয়েছে ওই চিঠিতে। বিশেষ করে সাবেক প্রধান প্রসিকিউটরের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নিয়েই উদ্বেগ জানানো হয়েছে ওই চিঠিতে। এর পাশাপাশি, ২০২৪ সালের ঘটনাবলিকে আইসিটির আওতায় নেওয়ার বিষয়কে আইনের 'ভূতাপেক্ষ প্রয়োগ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এসব অভিযোগ সাধারণ ফৌজদারি আদালতেই বিচার হওয়া উচিত ছিল বলেও মনে করে ল' ফার্মটি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়ায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে তা 'সামারি এক্সিকিউশন' বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হিসেবে গণ্য হতে পারে। বিচার বাতিল ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণের পাশাপাশি আওয়ামী লীগপন্থি আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও আহ্বান জানানো হয়েছে। ট্রাইবুনালকে ১৪ দিনের মধ্যে এই চিঠির জবাব দেওয়ার অনুরোধও জানিয়েছে ব্রিটিশ এই ল' ফার্মটি।

চিঠির গুরুত্ব কতটা?

শেখ হাসিনার পক্ষে যুক্তরাজ্যের ল ফার্মের এই চিঠি নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। এই চিঠির আইনি গুরুত্ব নিয়েও পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত আসছে। যদিও এই চিঠির কোনো আইনি ভিত্তি নেই বলেই মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া। তার মতে, আন্তর্জাতিক আইন কিংবা দেশীয় আইন- উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো 'পলাতক ব্যক্তির কোনো আইনি অধিকার নেই'। আদালতের কাছে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত আপিল বা কোনো আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ থাকে না। "আপনি আইনের কাছ থেকে পালিয়ে থাকবেন কিন্তু আপিল করার চেষ্টা করবেন, সেই সুযোগ নেই,„ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এছাড়া কোনো ল' ফার্ম বা মানবাধিকার সংস্থা তাদের পর্যবেক্ষণ জানাতেই পারে, কিন্তু ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে এর জবাব দেওয়ার কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই বলেও জানান মি. বড়ুয়া। "একজন পর্যবেক্ষক যদি মনে করে যে, বিচারের ক্ষেত্রে কাউকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি, এটি বলাতে তো কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এখানে লিগাল ইমপ্লিকেশনের কিছু নেই,„ বলেন তিনি। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিচার চ্যালেঞ্জ করতে হলে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল করতে হবে, যা পলাতক অবস্থায় সম্ভব নয়। মি. বড়ুয়ার মতে, "কেউ যদি মনে করে যে, সঠিক বিচার পায়নি, বিচার প্রক্রিয়ায় সমস্যা ছিল, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি, তাহলে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই আইনি প্রক্রিয়ায় আবেদন করতে হবে।„

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায়

২০২৫-এর নভেম্বরে শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। ৪৫২ পৃষ্ঠার ওই রায়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আনা পাঁচটি অভিযোগই প্রমাণিত হয়েছে বলে জানানো হয়। যার এক নম্বর অভিযোগে 'সুপিরিয়র কমান্ড রেসপনসিবিলিটি' প্রমাণিত হওয়ায় তাকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন আদালত। এছাড়া তিনটি পৃথক অভিযোগে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এর মধ্যে হেলিকপ্টার ও ড্রোন থেকে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের নির্দেশ, চাঁনখারপুলে ছয়জনকে গুলি করে হত্যা এবং আশুলিয়ায় পুড়িয়ে হত্যার মতো অভিযোগ রয়েছে। রায়ে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সম্পদ জব্দের নির্দেশও দেন আদালত। পাশাপাশি জুলাই আন্দোলনের শহিদ ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ প্রদান করা হয়। একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর ট্রাইব্যুনাল পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালেই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় প্রথম মামলা হয়। ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর পুনর্গঠিত

ট্রাইব্যুনালে প্রথম বিচার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ওইদিনই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এ মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ট্রাইব্যুনাল। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৪.২০২৬ আলী আহমেদ)

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষে বাংলাদেশি নিহত

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাহ অঞ্চলের আল রিফা এলাকায় ইরানের ছোড়া ড্রোনকে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে প্রতিহত করার পর ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ একটি খামারে পড়ে এবং সেখানে এক বাংলাদেশি নিহত হন। ফুজাইরাহ মিডিয়া অফিস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক বিবৃতিতে খবরটি জানায়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার মধ্যদিয়ে ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সংযুক্ত আরব আমিরাত এক হাজার ৯৭৭টি ড্রোন এবং ৪৩৩টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে, জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ এলিনা)

জুলাই জাতীয় সনদ ইস্যুতে সংসদ থেকে ওয়াক আউট জামায়াতসহ বিরোধী দলের

জুলাই জাতীয় সনদ ইস্যুতে সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেছেন জামায়াতে ইসলামীসহ বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা। পরে এক সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত আমির শফিকুর রহমান জানান, "জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' বাস্তবায়নের জন্য তার আনা নোটিশের উপর দুই ঘণ্টা আলোচনার পরেও জাতীয় সংসদের স্পিকারের পক্ষ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসায় ওয়াকআউট করেছেন তারা। "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ বক্তব্যে অনেক কথাই বলেছেন। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, ওনারা জুলাই সনদ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। এটা হবে একটা বিশেষ কমিটির মাধ্যমে,„ বলেন মি. রহমান। কিন্তু সরকার সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যে কমিটি করেছে, জামায়াতে ইসলামী সেটি মেনে নেয়নি বলে জানান বিরোধী দলের প্রধান শফিকুর রহমান। "আমি বলেছিলাম, এটা হতে হবে সংবিধান সংস্কার কমিটি। আমি কথা বলতে চাইলে স্পিকার বললেন, আপনার কথা থাকলে কাল জানবো। আইনমন্ত্রী সঠিক তথ্য দেননি, এটা প্রথমে বলেছি আমি,„ বলেন মি. রহমান। "আমরা খুবই আশাহত হলাম যে, জাতির দেওয়া এই ম্যান্ডেটটাকে বেমালুম অগ্রাহ্য করা হলো, অপমান করা হলো। গণভোটকে, জাতির দেওয়া সেই চূড়ান্ত রায়কে আমরা অমান্য এবং অগ্রাহ্য করতে পারি না। এইজন্য তার প্রতিবাদে আমরা ওয়াক আউট করছি,„ বলেন মি. রহমান।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রনি)

রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনায় বিশেষ ছাড় পেতে যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ বাংলাদেশের

রাশিয়া থেকে পরিশোধিত ডিজেল এবং অন্যান্য পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য কিনতে বিশেষ ছাড় দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান অনুরোধ করেছেন বলে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। বিশেষ করে, বাংলাদেশে আসন্ন চাষাবাদের মৌসুমের কথা মাথায় রেখে এই অনুরোধ জানানো হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে এতে। এ সংক্রান্ত ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাসের একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি বিএনপির প্রেস উইং থেকে পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়, বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে দেশটির জ্বালানি বিভাগের সচিব ক্রিস রাইটের সঙ্গে দেখা করে এ অনুরোধ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সরবরাহ ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটায় বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো বৈঠকে তুলে ধরেছেন তিনি। আগামী দিনগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরালো করার আশা প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি ব্যাখ্যা করেন, ইতঃপূর্বে সমুদ্রে থাকা রুশ তেলের ওপর যুক্তরাষ্ট্র যে সীমিত বৈশ্বিক ছাড় দিয়েছিল, বাংলাদেশ সেই সুবিধা নিতে পারেনি। কারণ সে সময় কোনো তেলবাহী জাহাজ বাংলাদেশের অভিমুখে ছিল না। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, জরুরি চাহিদা মেটাতে তৃতীয় দেশ থেকে রুশ অপরিশোধিত তেল দিয়ে পরিশোধিত তেল কেনার বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ উভয়পক্ষ আলোচনা করেছে। মার্কিন জ্বালানি সচিব মি. রাইট বাংলাদেশের জ্বালানি সংকটের বিষয়টি স্বীকার করে, এই কঠিন সময়ে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রনি)

ইরান যুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশের 'অস্পষ্ট' বিবৃতিতে 'কষ্টের জায়গা' আছে : ইরানি রাষ্ট্রদূত

"এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার আমাদের (ইরানের) যুদ্ধের ব্যাপারে যে সমস্ত বিবৃতি দিয়েছে, সে ব্যাপারে আমাদের (ইরানের) কিছু কষ্টের জায়গা আছে„ বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহানাবাদি। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ নিয়ে আজ বুধবার ঢাকায় ইরান দূতাবাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রদূত এই কথা বলেন। তিনি বলেন, "(যুদ্ধের বিরুদ্ধে) স্পেনের মতো আরও অনেক ইউরোপীয় দেশ এবং আমেরিকার ভেতরেও জনগণের বিশাল বিশাল মিছিল দেখা যাচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন কর্মকর্তারা এই যুদ্ধকে সরাসরি নিন্দাবাদ জানাচ্ছে এবং সমালোচনা করছে। সে হিসেবে আমরা আশা করি, বাংলাদেশ এ ব্যাপারে কোনো অস্পষ্ট বিবৃতি না দিয়ে একটি সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করবে।„ "যে বিবৃতিগুলো প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে কেবল যুদ্ধের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ এটা স্পষ্ট যে, আমেরিকা এখানে সরাসরি আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে-কোনো আগ্রাসন নিন্দার যোগ্য। সুতরাং, এখানে নিন্দা করাটাই আমাদের প্রত্যাশা।„ আরব বা কোনো মুসলিম দেশের সাথে ইরান

একেবারেই যুদ্ধ চায় না উল্লেখ করে এবং বাংলাদেশকে "ভাই„ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন যে, মিশর, পাকিস্তান, তুরস্কসহ অনেক মুসলিম দেশ ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলার নিন্দা করেছে এবং আলোচনার পরিবেশ তৈরি করার জন্য চেষ্টা করছে। "পাকিস্তান আমাদের বন্ধু ও ভাই। সে হিসেবে পাকিস্তান ছাড়াও তুরস্ক-মিশর কোনো উদ্যোগ করলে সেটিকে আমরা স্বাগত জানাই। আমেরিকা ১৫টি শর্তসহ আমাদের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে একটা। আসলে এটা ছিল আমেরিকানদের চাওয়া-পাওয়ার বিষয়। যুদ্ধের মাধ্যমে তারা যা অর্জন করতে পারে নাই, এভাবে এখন তা তারা অর্জন করার চেষ্টা করছে। আমেরিকার সাথে আমাদের কোনো ধরনের আলোচনা হয় নাই। আমেরিকার ১৫ দফা প্রস্তাবের কোনো ধরনের উত্তর আমরা দিই নাই। তবে মুসলিম দেশগুলোকে আমরা বলেছি, ইরান কখনই যুদ্ধের পক্ষে নয়, ইরান যুদ্ধ চায় না।„ "তবে ইরান এমনভাবে যুদ্ধকে শেষ করতে চায়, যাতে পুরো অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনগণের অধিকারও অর্জিত হয়,„ এক সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। তার মতে, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকা ও ইসরায়েলের অস্ত্রের জোর থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আক্রমণ করে। যখন অস্ত্রের ঘাটতি আসে, তখন তারা শান্তির কথা বলে। এটা হতে পারে না যে, তাদের বিপদের সময় তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে বলবে, আর আমাদের মেনে নিতে বলবে।„ এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ১১২-বারেরও বেশি সময় নিজেকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করেছে। তিনি সকালে ঘোষণা করে যে, আমরা বিজয়ী হয়েছি; আবার দুপুরে ঘোষণা করে যে, আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে, আমরা জানি না যে, কার সাথে উনি আলোচনা করছে; আবার রাত্রে বলে যে আমরা সব ধ্বংস করে দেবো। আমাদের বড়ো সমস্যা হলো, আমেরিকায় বর্তমানে এমন একজন প্রেসিডেন্ট আছে, যে নিজেকেও বোঝেন না এবং বিশ্ব পরিস্থিতিকেও বুঝতে পারেন না। অথচ তিনি নিজেকে, মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বের স্বার্থকে বিপজ্জনক অবস্থায় নিয়ে গেছেন।„ হরমুজ প্রণালিতে আটকে পড়া বাংলাদেশের পতাকাবাহী ছয়টি জাহাজকে যেতে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে ইরান। সে প্রসঙ্গে অগ্রগতি কতদূর, জানতে চাইলে রাষ্ট্রদূত বলেন, "আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে জাহাজগুলোর স্পেসিফিকেশন চেয়েছিলাম- নম্বর, কোন রুটে চলে- এসব। সেগুলো গত সপ্তাহে পেয়েছি। এটা নিয়ে কাজ চলছে।„ এদিকে, হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের ওপর ইরান টোল আরোপ করবে, এমন একটি সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গেও কথা বলেছেন রাষ্ট্রদূত। তিনি জানান, "টোলের বিষয়টা বিবেচনাধীন রয়েছে। টোল না হলেও ইরানের সাথে সমন্বয় করতে হবে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রনি)

হরমুজ প্রণালি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করবে যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার ঘোষণা করেছেন, হরমুজ প্রণালিতে নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা পুনঃস্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করবেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভেট কুপার। ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের হামলার জবাবে ইরান কার্যত প্রণালিটি অবরুদ্ধ করে রেখেছে, যার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ নৌ-বাণিজ্যিক রুটে বাধা সৃষ্টি হয়ে বৈশ্বিক জ্বালানির দাম বেড়েছে। স্টারমার আবারও বলেছেন যে, যুক্তরাজ্য মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে না। তিনি বলেন, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি মোকাবিলার সর্বোত্তম উপায় হলো উত্তেজনা প্রশমনে চাপ দেওয়া এবং হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, সম্ভাব্য সব ধরনের কূটনৈতিক পথই অনুসন্ধান করা হচ্ছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রনি)

ন্যাটো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন ট্রাম্প

ন্যাটো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি "গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন„ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ন্যাটো জোটকে "কাগুজে বাঘ„ বলে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প এবং যুক্তরাজ্যের নৌবাহিনীর সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মধ্যপ্রাচ্যের এই চলমান যুদ্ধ বা সংঘাত শেষ হওয়ার পর তিনি ন্যাটোতে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ পুনর্বিবেচনা করবেন কি না- এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিষয়টি "পুনর্বিবেচনার বাইরে„ চলে গেছে। ট্রাম্প আরও বলেন, "আমি কখনই ন্যাটোর দ্বারা প্রভাবিত হইনি। আমি বরাবরই জানতাম যে, তারা কাগুজে বাঘ, আর পুতিনও বিষয়টি জানেন।„ এছাড়া, যুক্তরাজ্যের যুদ্ধজাহাজ বহরের অবস্থার সমালোচনা করে তিনি বলেন, "এমনকি, তোমাদের তো নৌবাহিনীও নেই। তোমরা খুব পুরোনো হয়ে গেছ। তোমাদের বিমানবাহী রণতরি ছিল, কিন্তু সেগুলোকে ব্যবহার করা যায়নি।„(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রনি)

ট্রাম্পের হুমকি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে যা বললেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার একটি সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র আর যুক্তরাজ্যের সম্পর্ক নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক হুমকি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাব দেন। ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র আর যুক্তরাজ্যের সহায়তায় এগিয়ে আসবে না। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে স্টারমার বলেন, "ইরান যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আমার অবস্থান পরিবর্তনের জন্য আমার ওপর প্রচুর চাপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি যুদ্ধ নিয়ে আমার অবস্থান পরিবর্তন করব না।„ "চাপ যেমনই হোক, আওয়াজ যেমনই হোক, আমি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং আমাকে আমাদের জাতীয়

স্বার্থেই কাজ করতে হবে।„ উল্লেখ্য, ট্রাম্প গতকাল ট্রুথ সোশ্যালে মিত্রদের, যার মধ্যে যুক্তরাজ্যও রয়েছে, উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, "তোমাদের নিজ দায়িত্বে লড়াই করতে শিখতে হবে, যুক্তরাষ্ট্র আর তোমাদের সাহায্যে থাকবে না।„
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রনি)

পাঁচটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে ইরান : সংযুক্ত আরব আমিরাত

সংযুক্ত আরব আমিরাত জানিয়েছে, ইরান বুধবার পাঁচটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ইরান ৩৫টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, ইরান থেকে নিক্ষেপ করা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩৮টিতে এবং ড্রোন হামলার সংখ্যা দুই হাজার ১২টি। ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুপ্রতিম উপসাগরীয় দেশগুলোয় ইরানের প্রতিশোধমূলক হামলা অব্যাহত রয়েছে। সবশেষ ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছে, ওই সময় থেকে শুধু সংযুক্ত আরব আমিরাতেই দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর দুই সদস্য, একজন সামরিক ঠিকাদার এবং নয়জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রনি)

`হরমুজ প্রণালি অবশ্যই খুলবে, তবে আপনাদের জন্য নয়,: ট্রাম্পকে ইরানের এমপি

ইরানের পার্লামেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির প্রধান এব্রাহিম আজিজি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হরমুজ প্রণালি অবশ্যই খুলবে, কিন্তু আপনাদের জন্য নয়, এটি শুধু তাদের জন্য খোলা থাকবে, যারা ইরানের নতুন নিয়ম মেনে চলবে।„ তিনি আরও বলেন, ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর থেকে যে "৪৭ বছরের আতিথেয়তা ছিল, তা চিরদিনের জন্য শেষ„ এখন। আজিজি আরও বলেন, ট্রাম্প শেষ পর্যন্ত তার ইরানের `শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের, স্বপ্ন পূরণ করেছেন। তবে এই পরিবর্তন কেবল এই পুরো অঞ্চলের সামুদ্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এসেছে। এদিকে, ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটি হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের ওপর টোল আরোপের একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে বলে জানিয়েছে ফার্স নিউজ এজেন্সি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ এলিনা)

শর্ত মানলে সংঘাত অবসানে ইরানের 'সদিচ্ছা' রয়েছে : ইরানের প্রেসিডেন্ট

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন যে, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার জন্য ইরানের 'সদিচ্ছা' রয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার ইরানের প্রেসিডেন্ট এবং ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের মধ্যে ফোনালাপের সময় এ মন্তব্য করেন মি. পেজেশকিয়ান। বিবিসির সিনিয়র নিউজ করেসপন্ডেন্ট জন সাডওয়ার্থ জানিয়েছেন, ওই খবর প্টিরকাশিত হওয়ার পর তা মার্কিন শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে, বাজার এ মন্তব্যে আশার আলো দেখলেও, যেহেতু পেজেশকিয়ান দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমে একজন মধ্যপন্থি নেতা হিসেবে পরিচিত, কিন্তু তার প্রেসিডেন্টের পদটি কার্যত কট্টরপন্থি আলেমদের অধীনস্থ হওয়ায়, ইরানের অবস্থান নিয়ে পরিষ্কার আশাবাদ দেখছেন না অনেকে। জন সাডওয়ার্থ বলছেন, যুদ্ধ শেষ করার 'সদিচ্ছার, দাবির সাথে কঠোর শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে পেজেশকিয়ান নিশ্চয়তা দাবি করেছেন যে, ভবিষ্যতে পুনরায় কোনো সংঘাত শুরু হবে না। গত সপ্তাহে আমেরিকার ১৫-দফার শান্তি পরিকল্পনার জবাবে ইরান যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, তাতেও 'আগ্রাসনবিরোধী নিশ্চয়তার, বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদিকে, প্রভাবশালী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস কোর আইআরসিজি পাল্টা আঘাতের পরিধি বাড়িয়ে মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এর অন্তর্ভুক্ত করার নতুন হুমকি দিয়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ এলিনা)

যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সবশেষ অবস্থান সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে

ইরান "আগামী বহু বছরেও„ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেই যুক্তরাষ্ট্র "দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে„ ইরান "ছেড়ে যাবে„ বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, ইরান তাদেরকে "চুক্তির জন্য অনুরোধ করছে,„ কিন্তু চুক্তি হোক বা না হোক, সেটি যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। ওভাল অফিসে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ সব বলেন। এ বিষয়ে আজ বুধবার রাতে জাতির উদ্দেশ্যে তার ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে। অন্যদিকে, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, নির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ হলে তার দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে প্রস্তুত। ইরানের পার্লামেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির প্রধান এব্রাহিম আজিজি আবার বলেছেন, "হরমুজ প্রণালি অবশ্যই খুলবে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নয়।„ এসব বক্তব্য-পাল্টা বক্তব্যের মাঝে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলা অব্যাহত রয়েছে। ইসরায়েলের তেল আবিবের বাইরে রাতভর হামলায় আহতের খবর পাওয়া গেছে। এর বাইরে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ, যেমন- কাতারের উপকূলে একটি ট্যাংকারে হামলা করা হয়েছে এবং ইরানের হামলায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে একজন নিহত হয়েছেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

প্রাণঘাতী হামলায় দোষী ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুদণ্ড আইন অনুমোদন করেছে ইসরায়েল

ইসরায়েলের সংসদ একটি বিল আইনে পরিণত করেছে, যার আওতায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ইসরায়েলি নাগরিকদের হত্যা করা ফিলিস্তিনিদের ওপর নীতিগতভাবে মৃত্যুদণ্ড আরোপ করা হয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, সোমবার ইসরায়েলের সংসদ নেসেট-এ বিলটি পক্ষে ৬২টি ও বিপক্ষে ৪৮টি ভোটে পাস হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কট্টর ডানপন্থি ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন-গভির দলের অন্যান্য সদস্যদের সাথে মিলে এই খসড়া আইনটির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। এই আইনের আওতায় ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইসরায়েলিদের হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুদণ্ডের আহ্বান জানানো হয়েছে। আইনটি ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে প্রযোজ্য বলে জানা গেছে। বেন-গভির এক বিবৃতিতে বলেছেন, "যারা ইহুদিদের হত্যা করবে, তারা আর শ্বাস নিতে পারবে না।„ একটি ইসরায়েলি মানবাধিকার সংস্থা জানিয়েছে, তারা আইনটি বাতিলের দাবিতে ইসরায়েলের সর্বোচ্চ আদালতে একটি আবেদন দাখিল করেছে। "মৃত্যুদণ্ড যে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ করে, তার কোনো প্রমাণ নেই,„ উল্লেখ করে সংস্থাটি আরও জানায় যে, "এই আইনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো প্রতিশোধ ও বর্ণবাদ।„ ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষও এই আইনের নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এটি উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে এবং অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের একজন মুখপাত্র মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেছেন যে, আইনটি "অত্যন্ত উদ্‌বেগজনক„ এবং "এক সুস্পষ্ট পশ্চাদগমন„। তিনি আরও বলেন, "মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে ইসরায়েলের দায়বদ্ধতার বিষয়ে এটি একটি সুস্পষ্ট নেতিবাচক প্রবণতা।„ জার্মান সরকার এক বিবৃতিতে বলেছে যে, তারা আইনটিকে "গভীর উদ্‌বেগের সাথে„ দেখছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে পোস্ট শেয়ার করে গ্রেফতার, আলোচনা

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে ফেসবুকের একটি পোস্ট শেয়ারের অভিযোগে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতারের পর শুক্রবার তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। আজিজুল হক (৩৫) নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের আগে বিএনপির পক্ষ থেকে উত্তেজনা তৈরি করা হয়েছিল বলে স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রেস সচিব সালেহ শিবলী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "কিন্তু একজন ব্যক্তি, তিনি প্রধানমন্ত্রী হন বা একজন সাধারণ নাগরিক, তার সঙ্গে একজন অর্ধনগ্ন নারীর ছবি জুড়ে দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করা মতপ্রকাশ হতে পারে না।„ আর মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন বলেছেন, "বর্তমান প্রধানমন্ত্রীতো অনেক সহনশীল, তাহলে এখানে কেন আগেভাগে পদক্ষেপ? কী এমন অপরাধ যে, মধ্যরাতে ধরে তাকে জেলে ঢুকাতে হবে?„

পোস্ট শেয়ারের অভিযোগ

অজ্ঞাতনামা এক নারীর পাশে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ছবি বসিয়ে সেটি `তারেক রহমান ব্লগ' নামে একটি আইডি থেকে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার আজিজুল হকের অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টটি শেয়ার করা হয়। এরপরই মুক্তাগাছায় বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। এক পর্যায়ে রাত দেড়টার দিকে উপজেলার ঝনকা বাজার থেকে আজিজুল হককে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারের পরদিন শুক্রবার মুক্তাগাছা থানায় সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ও সন্ত্রাস দমন আইনে একটি মামলা করেন কাশিমপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. ফজলু। এই মামলায় একমাত্র আসামি করা হয়েছে মুক্তাগাছা থানা পুলিশ শুক্রবার বিকেলে ৫৪ ধারায় আজিজুল হককে গ্রেফতার দেখিয়ে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে। সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইকবাল হোসেন তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আজিজুল হক মুক্তাগাছা উপজেলার কাশিমপুর ইউনিয়নের ঝনকা বড়টেঙ্গর গ্রামের মো. ইব্রাহিমের ছেলে। আজিজুল জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন মুক্তাগাছা উপজেলা জামায়াতের আমির শামসুল হক। তিনি বলেন, "আজিজুলের কোনো পদ নেই, তিনি নির্বাচনের সময় আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তিনি নিয়মিত অংশ নিতেন।„

মামলা হওয়ার আগেই গ্রেফতার

মুক্তাগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. লুৎফর রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "একজন মানুষ যেহেতু অপরাধ করেছেন, সেটা আমরা নিশ্চিত হওয়ার পর মামলার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন হয় না। আমরা তখনই তাকে ধরতে পারি। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে অপপ্রচার চালিয়েছেন। যেহেতু তখন পর্যন্ত মামলা হয়নি, তাই আমরা তাকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়েছি। পরদিন মামলা হওয়ার পর ওই মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।„ এই ঘটনায় কি

বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো চাপ দেওয়া হয়েছে? বা কোনো ধরনের মব সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল? জানতে চাইলে ওসি লুৎফর রহমান বলেন, "আমাদের কেউ চাপ দেয়নি। বিষয়টি আমরা জানার পরই তাকে গ্রেফতার করেছি।„ তবে স্থানীয় একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে ডয়চে ভেলের কথা হয়েছে। তারা জানিয়েছেন, বিএনপির পক্ষ থেকে সরাসরি চাপ দেওয়া না হলেও, উত্তেজনা তৈরি করা হয়েছিল। ফলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত তাকে গ্রেফতার করেছে।

আসলেই কি ঘটেছিল?

আজিজুল হক আসলেই পোস্টটি শেয়ার করেছেন কিনা জানতে চাইলে তার চাচাতো ভাই কাশিমপুর ইউনিয়ন জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "গ্রেফতারের আগে আজিজুলের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার কথা হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন, ওইদিন তার কাছ থেকে ফোনে কথা বলার নাম করে একজন ফোনটি কিছু সময়ের জন্য নিয়েছিল। আজিজুল লেখাপড়া জানে না, অত বেশি ফেসবুকও চালাতে পারে না। এর মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। আজিজুল নিজে ওই পোস্ট শেয়ার করেননি বলে আমাকে বলেছেন।„ তবে মামলার বাদি মো. ফজলু ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, "শুধু এই পোস্ট নয়, এর আগে আজিজুল এই ধরনের বহু পোস্ট শেয়ার করেছে। আমি একজন সচেতন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে মামলা করেছি।„ দলীয় সিদ্ধান্তে এই মামলা করেছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "স্থানীয় বিএনপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেই মামলা করেছি। মামলার পর বিএনপি বা সরকারের কেউ আমার সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো যোগাযোগ করেনি।„ মুক্তাগাছা উপজেলা জামায়াতের আমির শামসুল হক বলেন, "আজিজুল নিজে এই পোস্ট শেয়ার দেয়নি বলে আমাদের বলেছে।„ ওইদিন রাতেই জামায়াতের নেতা-কর্মীরা থানা ঘেরাও করেছিল কেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, "জামায়াতের নেতা-কর্মীরা থানা ঘেরাও করেনি বরং গ্রেফতারের বিষয়ে জানতে তারা থানায় গিয়েছিল।„

প্রতিক্রিয়া

মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আমরা এই ধরনের ঘটনায় বহু মানুষকে গ্রেফতার হতে দেখেছি। তখন আমরা এর প্রতিবাদও করেছি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নিজেইতো নিজের ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন শেয়ার করে কার্টুনিস্টদের কার্টুন আঁকার আহ্বান জানিয়েছেন। অনেক কিছুতেই আমরা তাকে সহনশীল আচরণ করতে দেখছি। তাহলে এক্ষেত্রে কেন এত দ্রুত তাকে গ্রেফতার করতে হলো? আর যে অপরাধ করেছে, তাকে জেলেই পাঠাতে হবে কেন? বিষয়টি সরকারের খতিয়ে দেখা উচিত? অতি উৎসাহী হয়ে কেউ এই ধরনের কাজ করে থাকলে এখনই তাদের থামাতে হবে। না হলে আমরা আবার সেই পুরোনো অবস্থায় ফিরে যাব।„ এই বিষয় বিএনপির সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "সবকিছু দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা ঠিক না। এখন সরকার হয়েছে। সরকারের নির্দিষ্ট দায়িত্বে ব্যক্তিরা আছেন। এগুলো তারা দেখবেন। দলের এখানে দেখার কিছু নেই।„

আর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের প্রেস সচিব ডয়চে ভেলেকে বলেন, "বর্তমান সরকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে। সরকারের কোনো কাজে যে কেউ সমালোচনা করতে পারেন। এতে তো কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মতপ্রকাশ কি সীমাহীন? যা ইচ্ছে তাই করা যায় কিনা? এখন কেউ যদি সরকারের সমালোচনা করে ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন করেন, রিপোর্ট করেন, সেটা তিনি করতেই পারেন। এটা সারা বিশ্বেই হয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি, তিনি প্রধানমন্ত্রী হন বা একজন সাধারণ নাগরিক, তার সঙ্গে একজন অর্ধনগ্ন নারীর ছবি জুড়ে দিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করা তো মতপ্রকাশ হতে পারে না। যিনি এটা করেছেন, তিনি যদি রাজনৈতিক কর্মী হন, তাহলে অন্যভাবে ভাববার সুযোগ আছে। কারণ সেটা শুধু মতপ্রকাশ মনে হয় না। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় যে ঘটনাটি ঘটেছে, সেটার ব্যাপারে সরকারের রাজনৈতিক কোনো সিদ্ধান্ত নেই। সেখানে প্রশাসন তার নিজের মতো করে আইনের প্রয়োগ করেছে। আইন তো নিজস্ব গতিতে চলবে।„ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

ইরান ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের বিবৃতিতে আমরা কষ্ট পেয়েছি : ইরানের রাষ্ট্রদূত

ঢাকায় নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহানাবাদি বলেছেন, ইরান ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকার যে বিবৃতি দিয়েছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট নয় তেহরান। ইরান প্রত্যাশা করে, আগ্রাসী শক্তির ভূমিকার নিন্দা করবে বাংলাদেশ। আজ বুধবার ঢাকায় ইরান দূতাবাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জলিল রহিমি জাহানাবাদি এ কথা বলেন। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ঢাকার ইরান দূতাবাস। ইরানের রাষ্ট্রদূত বলেন, "ইরান ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের বিবৃতিতে আমরা কষ্ট পেয়েছি। এই বিবৃতি আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্র। আমাদের ভাই (বাংলাদেশ) হিসেবে ইরানে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে নিন্দা করবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা ছিল, সেটা হয়নি। এটা আমাদের জন্য কষ্টের।„ বাংলাদেশের বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ইরান তার অসন্তুষ্টি তুলে ধরে ঢাকাকে কোনো চিঠি দেবে কি না, তা জানতে চাইলে ইরানের রাষ্ট্রদূত বলেন, এ বিষয়ে ইরানের পক্ষ থেকে কোনো চিঠি দেওয়া হবে না। তবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বিষয়টি তুলে

ধরবেন তিনি। জলিল রহিমি জাহানাবাদি বলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও ওআইসির সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ইরানে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে নিন্দা জানাতে পারতো। রাশিয়া ও চীন মুসলিম দেশ না হয়েও এ ব্যাপারে নিন্দা জানিয়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

ময়মনসিংহে হামের লক্ষণ নিয়ে ২১ শিশু ভর্তি

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে হামের লক্ষণ নিয়ে ২১টি শিশু ভর্তি হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত তাদের ভর্তি করা হয়। তাদের হাসপাতালের হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, ময়মনসিংহ মেডিকেলে গত ১৭ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি হয়েছে ১৪৩টি শিশু। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৫ শিশুর। বর্তমানে চিকিৎসাধীন ৬৪টি শিশু। অন্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান বলেন, হাম রোগীদের চিকিৎসায় গত সোমবার হাসপাতালের আটতলার কেবিন এলাকায় ৬৪ শয্যার পৃথক আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। সেখানে তিনটি মেডিকেল টিম গঠন করে চিকিৎসা চলছে। গত ২ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

ঢাকায় রাস্তা, ফুটপাথ দখলমুক্ত অভিযান

ঢাকার বিভিন্ন এলাকার ফুটপাত এবং সড়ক দখলমুক্ত করতে বুধবার থেকে অভিযান শুরু করছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। ডিএমপি জানিয়েছে, বিভিন্ন এলাকায় সড়কের পাশের রেস্তোরাঁ, যানবাহন মেরামতের গ্যারেজ, ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ, পোশাক ও আসবাবের দোকানগুলো তাদের নিজস্ব সীমানার বাইরে অবৈধভাবে ফুটপাত ও রাস্তায় ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে। রেস্তোরাঁর রান্নার চুলা, গ্রিল বা কাবাব তৈরির যন্ত্র, ওয়ার্কশপের পুরোনো টায়ার ও যন্ত্রপাতি ফুটপাতে ফেলে রাখা হচ্ছে। এমনকি মোটরগাড়ির ওয়ার্কশপগুলো প্রায়ই রাস্তার এক লেন দখল করে গাড়ি মেরামত করছে। এতে ফুটপাত দিয়ে পথচারীদের হাঁটার সুযোগ থাকছে না। বাধ্য হয়ে মূল সড়ক দিয়ে হাঁটতে গিয়ে পথচারীদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে। তেমনি সড়কে তৈরি হচ্ছে যানজট। বুধবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ, পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট (পিওএম) ফোর্স এবং সিটি করপোরেশনের কর্মীরা অংশ নেন। উচ্ছেদকাজে ব্যবহারের জন্য ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বড়ো ট্রাক, রেকার, হাতুড়ি, শাবলসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ডিএমপির ট্রাফিক গুলশান বিভাগ জানায়, পুলিশের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, সকাল ১০টায় কাকলী আউটগোয়িং এবং এর ফুটপাতে থাকা খাবারের হোটেলের বর্ধিত অংশ, আসবাবের দোকানের বর্ধিত অংশসহ আশপাশের এলাকায় অভিযান চালানো হবে। এরপর বৃহস্পতিবার দুই এপ্রিল গুলশান-১ ডিএনসিসি মার্কেট ও গুলশান-২ সিটি করপোরেশন মার্কেট সংলগ্ন ফুটপাতে উচ্ছেদ অভিযান চলবে। চার এপ্রিল মহাখালী কাঁচাবাজার এলাকার কস্তুরী রেস্তোরাঁসহ আশপাশের অবৈধ দোকানপাট এবং পাঁচ এপ্রিল মহাখালী আমতলী সংলগ্ন আজলান মোটরস, কাঁচাবাজার সংলগ্ন ফুটপাত ও পুলিশ প্লাজা এলাকায় অভিযান চালাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

দুই সপ্তাহে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করব : ট্রাম্প

সম্ভবত আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি ইরানে যুদ্ধ শেষ করে ফেলবেন বলে দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "হয়ত আর দুই একদিন বেশি লাগতে পারে। আমরা ওদের সবকিছু গুঁড়িয়ে দেব।„ ট্রাম্প জানিয়েছেন, তার একটাই লক্ষ্য, তা হলো- ইরানের হাতে যেন পরমাণু অস্ত্র না থাকে। সেই লক্ষ্যে তারা পৌঁছে যাবেন। ট্রাম্প বলেছেন, "আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইরানের সঙ্গে চুক্তি হয়ে যাবে। যদি না হয়, তাহলে আমরা ওদের সেতুতে আঘাত করব। কয়েকটা ভালো সেতুর কথা আমাদের মাথায় আছে। তবে ওরা যদি আলোচনার টেবিলে আসে, সেটা ভালো হবে।„ ট্রাম্প জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালি খোলার বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই। এর আগে, হরমুজ খোলার বিষয়ে সাহায্য না করার জন্য সহযোগী দেশগুলির সমালোচনা করেছিলেন। মঙ্গলবার আল-জাজিরা নিউজ নেটওয়ার্কে একটি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আঘারচি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ দফা প্রস্তাবের কোনো জবাব তারা দেবেন না। তিনি মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইলকফের কাছ থেকে বার্তা পেয়েছেন। কিন্তু তারা কোনো আলোচনা করছেন না। ট্রাম্প বুধবার ইরান যুদ্ধ নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণও দেবেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

বাংলাদেশের জ্বালানিবাহী ৬ জাহাজকে হরমুজ প্রণালি অতিক্রমের অনুমতি দিয়েছে ইরান

ঢাকায় নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রহিমি জাহানাবাদি বলেছেন, বাংলাদেশের জ্বালানিবাহী ছয়টি জাহাজকে হরমুজ প্রণালি পার হওয়ার অনুমতি দিয়েছে তেহরান। এই পথ দিয়ে বাংলাদেশের জ্বালানিবাহী জাহাজ চলাচলের কোনো সমস্যা নেই। আজ বুধবার ঢাকায় ইরান দূতাবাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ছয়টি জ্বালানিবাহী জাহাজকে হরমুজ প্রণালি পার হতে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি চাওয়া

হয়েছিল। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল জাহাজগুলোকে সহায়তার অনুমোদন দিয়েছে। জাহাজগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইরানের কাছে আগে না আসার কারণে তেহরান তা শনাক্ত করতে পারেনি বলেও জানান তিনি। জলিল রহিমি জাহানাবাদি বলেন, "আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে জাহাজগুলোর স্পেসিফিকেশন (বিস্তারিত তথ্য) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিতে বলেছিলাম। সেগুলো গত সপ্তাহে আমরা পেয়েছি। এটা নিয়ে কাজ চলছে। বাংলাদেশের জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করবো।„ এক প্রশ্নের জবাবে জলিল রহিমি জাহানাবাদি বলেন, বাংলাদেশে জ্বালানি সংকট ঘিরে উদ্ভূত পরিস্থিতি লক্ষ্য করছে ইরান। ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেন জ্বালানি সংকটে না পড়ে, সেদিকে ইরানের নজর রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে হরমুজ প্রণালি দিয়ে বাংলাদেশের জাহাজ চলাচল অব্যাহত রাখবে ইরান। জলিল রহিমি জাহানাবাদি আরো জানান, ইরানে আটকে পড়া ১৮০ জন বাংলাদেশি ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ফেরত এসেছেন। আরো যে বাংলাদেশিরা সেখানে আছেন, তারা যদি আসতে চান, তাহলে ইরান সব ধরনের সহায়তা দেবে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৪.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে : জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ থেকে আনুমানিক ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার জাতীয় সংসদে কুমিল্লা-৯ আসনের সংসদ সদস্য আবুল কালামের এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এ তথ্য জানান। সংসদ নেতা হিসেবে প্রথমবার এদিন প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন তিনি। সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম। সংসদ সদস্যের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির তথ্যমতে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অর্থপ্রবাহের পরিমাণ আনুমানিক ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বছরে গড়ে ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ দশমিক ৮ লাখ কোটি টাকা)। পাচার হওয়া বিপুল এ অর্থ একাধিক দেশে স্থানান্তরিত হওয়ার অভিযোগ থাকায় তা উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে তথ্য বিনিময়, সম্পদ শনাক্তকরণ এবং পারস্পরিক আইনগত সহায়তা জোরদার করা হচ্ছে বলেও জানান সরকারপ্রধান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

ফ্যামিলি কার্ডে পরিবারের সম্পদের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ বাড়বে : প্রধানমন্ত্রী

ফ্যামিলি কার্ড পরিবারের সম্পদের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ বাড়বে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, এ কার্ড পরিবারের নারী প্রধানকে দেওয়া হবে। ফলে পরিবারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়বে। পাশাপাশি খাদ্য, পুষ্টি, জরুরি চিকিৎসা ও শিক্ষায় এ সহায়তা ব্যবহার হবে। এটি পরিবার ও সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে। বুধবার জাতীয় সংসদে বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য এ বি এম মোশাররফ হোসেনের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রী। এর আগে, স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নোত্তরের প্রথম ৩০ মিনিট প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তারেক রহমান এই প্রথম প্রশ্নোত্তরে সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের জবাব দেন। ওই সংসদ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ১০ মার্চ দেশের ১৩টি জেলার ৩টি করপোরেশন/ইউনিয়নের ১৫টি ওয়ার্ডে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ৩৭ হাজার ৮১৪টি নারী প্রধান পরিবারকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের বাকি তিন মাসে আরো ৩০ হাজার পরিবারকে এ কর্মসূচি আওতায় আনা হবে। আগামী চার বছরের মধ্যে চার কোটি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় আনা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশের বিবৃতিতে কষ্ট পেয়েছে ইরান : রাষ্ট্রদূত

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর এ ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকার যে বিবৃতি দিয়েছে, তাতে কষ্ট পেয়েছে তেহরান। ইরান প্রত্যাশা করে, আগ্রাসী শক্তির ভূমিকার নিন্দা করবে বাংলাদেশ। বুধবার মধ্যপাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে ঢাকায় ইরানের দূতাবাসে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রহীমি জাহানাবাদী। তিনি বলেন, "ইরান ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের বিবৃতিতে আমরা কষ্ট পেয়েছি। এই বিবৃতি আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্র। আমাদের ভাই হিসেবে ইরানে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে নিন্দা করবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা ছিল, সেটা হয়নি। এটা আমাদের জন্য কষ্টের।" বাংলাদেশের বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ইরান তার অসন্তুষ্টি তুলে ধরে ঢাকাকে কোনো চিঠি দেবে কি না, তা জানতে চাওয়া হয় ইরানি রাষ্ট্রদূতের কাছে। জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে ইরানের পক্ষ থেকে কোনো চিঠি দেওয়া হবে না। তবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বিষয়টি তুলে ধরবেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

উপ-নির্বাচন উপলক্ষ্যে দুই আসনে ৯ এপ্রিল সাধারণ ছুটি

বগুড়া ও শেরপুরের দুটি শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় আগামী ৯ এপ্রিল সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। বুধবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, `অ্যালোকেশন অব বিজনেস অ্যামাং দ্য মিনিস্ট্রিজ অ্যান্ড ডিভিশনস,- এ দেওয়া ক্ষমতাবলে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে এ ছুটি ঘোষণা করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জাতীয় সংসদের ৪১ (বগুড়া-৬) ও ১৪৫ (শেরপুর-৩) শূন্য আসনে ভোটগ্রহণের দিন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় এ সাধারণ ছুটি কার্যকর থাকবে। ওইদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

আমিরাতে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ পড়ে বাংলাদেশির মৃত্যু

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাহতে ড্রোন হামলায় এক প্রবাসী বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। বুধবার একটি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়। ওই সময় ড্রোনটির ধ্বংসাবশেষ এসে আঘাত হানে ওই বাংলাদেশির ওপর। ইউএই লেবার্স, নামে একটি সংগঠন জানিয়েছে, আল রিফার একটি ফার্মের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় ড্রোনটি টার্গেট করা হয়। ওই সময় ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ সেখানে পড়ে। আর সেই ধ্বংসাবশেষ গিয়ে পড়ে বাংলাদেশির ওপর। এতে তার মৃত্যু হয়। সংগঠনটি আরও বলেছে, আমিরাতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সফলভাবে ড্রোনটি ধ্বংস করেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

কুমিল্লায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

কুমিল্লায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। বুধবার ভোরে জেলার দাউদকান্দি ও বুড়িচং উপজেলায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বুধবার ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কুমিল্লার দাউদকান্দিতে গাড়ি চাপায় দুই অটোরিকশা চালক নিহত হন। এ ঘটনায় আহত হন অন্তত চারজন। তাদেরকে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ইকবাল বাহার মজুমদার জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। নিহতরা হলেন- উপজেলার সরকারপুর গ্রামের মৃত লতু মিয়ার ছেলে বারেক এবং মো. নুর ইসলামের ছেলে মোস্তফা । তারা পেশায় অটোরিকশা চালক ছিলেন। দাউদকান্দি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ইকবাল বাহার মজুমদার বলেন, মহাসড়কে অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হন। আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এদিকে মহাসড়কের বুড়িচং উপজেলার নিমসারে কাভার্ডভ্যানের পেছনে ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই দুই পরিবহণের দুই চালক নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হন আরও একজন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

যুক্তরাষ্ট্রে ডেনিম রপ্তানিতে বাংলাদেশের রেকর্ড প্রবৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডেনিম পণ্যের রপ্তানিতে ২০২৫ সালে বাংলাদেশ নজিরবিহীন প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এতে বৈশ্বিক প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেক এগিয়ে নিজেদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অধীনে থাকা দ্য অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ডেনিম রপ্তানি ২০২৫ সালে ৩৪ শতাংশ বেড়ে ৯৫৫ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা আগের বছর ছিল ৭১২ দশমিক ৮৭ মিলিয়ন ডলার। ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশ থেকে ৩ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলারের ডেনিম আমদানি করে, যা আগের বছর ছিল ৩ দশমিক ৩৮ বিলিয়ন। যুক্তরাষ্ট্রের এই ডেনিম বাজারে ২৫ দশমিক ৯৭ শতাংশ অংশীদারিত্ব নিয়ে শীর্ষ রপ্তানিকারক হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। ২০২৫ সালে অস্থির বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশের মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এ সময়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পোশাকপণ্য রপ্তানি করে ৮ দশমিক ২০ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ, যা ২০২৪ সালের ৭ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১১ দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও ৬১ হাজার টন গম এসেছে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৬১ হাজার টন গম নিয়ে এমভিএমপি আল্ট্রাস্যাক্স-২ জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে নগদ ক্রয় চুক্তি নম্বর জিটুজি-০৩ এর অধীনে আমেরিকা থেকে ৬১ হাজার টন গম নিয়ে এমভিএমপি আল্ট্রাস্যাক্স-২ জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে। জাহাজে রক্ষিত গমের নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, দ্রুত গম খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাহাজে রক্ষিত ৬১ হাজার টন গমের মধ্যে ২৯ হাজার ৪৫০ টন গম চট্টগ্রামে এবং অবশিষ্ট ৩১ হাজার ৫৫০ টন মোংলা বন্দরে খালাস করা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

হামে ১৫ জনের মৃত্যু

দেশে হামের প্রাদুর্ভাব উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। এ পর্যন্ত রাজশাহীসহ বিভিন্ন এলাকায় হামে আক্রান্ত হয়ে ১৫ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী। বুধবার সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি। কামরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা ৩৩টি নমুনার মধ্যে ১৫ জনের মৃত্যুর সঙ্গে হামের সংক্রমণের সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া গেছে। এসব মৃত্যুর ঘটনা রাজশাহী অঞ্চলে বেশি হওয়ায়, সেখানে বিশেষ নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, যে-সব শিশু এখনো টিকার আওতায় আসেনি বা নির্ধারিত ডোজ সম্পন্ন করেনি, তাদের মধ্যেই সংক্রমণ ও জটিলতার ঝুঁকি বেশি দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও গুরুতর হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

চুয়াডাঙ্গায় ৩৬ ডিগ্রির ওপর তাপমাত্রা, গলে যাচ্ছে রাস্তার পিচ

চুয়াডাঙ্গায় গরমের শুরুতেই গলে যাচ্ছে রাস্তার পিচ। এছাড়া তাপমাত্রা গড়িয়েছে ৩৬ ডিগ্রির ওপরে। কয়েকদিন আগে হালকা শীতের আমেজ থাকলেও, হঠাৎ তাপমাত্রার উর্ধ্বগতি জনজীবনকে অস্থির করে তুলেছে। এক লাফে তাপমাত্রা বেড়ে মৃদু তাপপ্রবাহ শুরু হওয়ায় জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। গত কয়েক দিন বৃষ্টি না থাকায় গরম বেড়েছে। বৃহস্পতিবার (বিকেলে চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৬ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৩৮ শতাংশ, যা গরমের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

কুমিল্লায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় স্কুল ছাত্রসহ নিহত ৭

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা অংশে পৃথক চারটি সড়ক দুর্ঘটনায় এক স্কুল ছাত্রসহ সাতজন নিহত হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত পাঁচজন। তাদেরকে জেলার বিভিন্ন হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার ভোররাত থেকে সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মহাসড়কের দাউদকান্দি, চান্দিনা, বুড়িচং ও চৌদ্দগ্রাম এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। দাউদকান্দি, ইলিয়টগঞ্জ, ময়নামতি ও মিয়া বাজার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জাগো নিউজকে সাতজন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে হতাহত ১০ জনের নাম পরিচয় জানাতে পারলেও বাকিদের পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

ফরিদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে যমজ ২ ভাই নিহত

ফরিদপুরের মধুখালীতে ভাটিয়াপাড়াগামী লোকাল ট্রেনে কাটা পড়ে তায়েব শেখ ও আহমেদ শেখ নামে চার বছর বয়সি যমজ দুই ভাই নিহত হয়েছে। বুধবার দুপুর দুইটার দিকে মধুখালীর নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ভূষনা-লক্ষণদিয়া রেলস্টেশনের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুই ভাই ওই এলাকার ব্যবসায়ী আকাশ শেখের ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজবাড়ী থেকে ছেড়ে আসা ভাটিয়াপাড়াগামী একটি লোকাল ট্রেনের নিচে পড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করে মধুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফকির মো. তাইজুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। এখনো বিস্তারিত কিছু বলতে পারছি না। তবে যমজ দুটি শিশু ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে বলে জেনেছি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ আসাদ)

মার্চে এলো সর্বকালের রেকর্ড রেমিট্যান্স

সদ্যবিদায়ি মার্চের পুরো সময়ে ৩৭৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার বা পৌনে ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। স্বাধীনতার পর এটিই দেশের ইতিহাসে একক কোনো মাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ। বুধবার (১ এপ্রিল) বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্য বলছে, মার্চের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ ছিল ৩৭৫ কোটি ৫০ লাখ ৫ হাজার ডলার, যা আগের মাস ফেব্রুয়ারির চেয়ে প্রায় ৭৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার বেশি। আর গত বছরের একই সময়ের চেয়ে (মার্চ ২০২৫) ৪৬ কোটি ডলার বেশি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে রেমিট্যান্স আসে ৩০২ কোটি ডলার আর গত বছরের মার্চে এসেছিল ৩২৯ কোটি ৫৬ লাখ ডলার। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ রিহাব)

ইরান যুদ্ধের কারণে জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়া প্রথম দেশ হতে পারে বাংলাদেশ

ইরান যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সংকট তীব্র আকার ধারণ করায় বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে বাংলাদেশ। এমন শঙ্কা প্রকাশ করেই বুধবার (১ এপ্রিল) সংবাদ প্রচার করেছে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ইন্ডিপেনডেন্ট। প্রতিদিন কাজের জন্য ২২ কিলোমিটার যাতায়াত করেন মাজিদ আলী। মোটরসাইকেলের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি পেতে তাকে দুই ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। তিনি বাংলাদেশের লাখো মানুষের একজন, যারা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় দিন-রাত ফিলিং স্টেশনের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। এর পেছনে কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক মাসব্যাপী ইরান যুদ্ধ, যার প্রভাবে দেশের জ্বালানি মজুত দ্রুত কমে

যাচ্ছে। মোটরসাইকেল চালক ও বিভিন্ন পরিবহনের চালকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সারা রাত অপেক্ষা করতে হচ্ছে সীমিত পরিমাণ জ্বালানি পাওয়ার জন্য। অনেক ফিলিং স্টেশন জ্বালানি শেষ হয়ে যাওয়ার পর বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে গেট বন্ধ করে দিয়েছে। কোথাও কোথাও জ্বালানি সরবরাহ যন্ত্র নীল প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, যা সরবরাহ সংকটের তীব্রতা নির্দেশ করে বলে দাবি করেছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ রিহাব)

পেট্রোল সংকটে বন্ধ আরিচা-কাজিরহাটে স্পিডবোট চলাচল

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দেশে পেট্রোলসহ জ্বালানি তেলের সংকট আরও তীব্র হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও। পেট্রোল সংকটে গত দু-দিন ধরে বন্ধ রয়েছে পাবনার কাজিরহাট ও মানিকগঞ্জের আরিচা নৌপথে দ্রুতগতির স্পিডবোট সার্ভিস। এতে ভোগান্তি বেড়েছে যাত্রীদের। বোট মালিকদের লোকসানের পাশাপাশি, কর্ম না থাকায় বিপাকে পড়েছেন চালকরাও। বোট মালিক ও সংশ্লিষ্টরা জানান, সড়ক পথে পাবনা থেকে রাজধানী ঢাকার দূরত্ব ৫-৬ ঘণ্টার। যানজটের কবলে পড়লে লাগতে পারে ৮-১২ ঘণ্টা। ঢাকার সঙ্গে পাবনাসহ উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার দূরত্ব ঘুচিয়ে এ ভোগান্তি লাঘবে ২০১৬ সালে আরিচা-কাজিরহাট রুটে দ্রুতগতির স্পিডবোট সার্ভিস চালু করা হয়। এ স্পিডবোট সার্ভিস ব্যবহারে ৪-৫ ঘণ্টায় পাবনা থেকে ঢাকায় যাওয়া যেতো।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ রিহাব)

৮ মাসে এডিপি বাস্তবায়ন ৩০%, টাকার অঙ্কে পাঁচ বছরে সর্বনিম্ন

বৈশ্বিক সংকটে অর্থনৈতিক অস্থিরতা সামাল দিতে সরকারের ব্যয় সাশ্রয়ী নীতির প্রভাব পড়েছে প্রকল্পের অগ্রগতিতে। যে কারণে চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে বা আট মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ৩০ দশমিক ৩১ শতাংশ। টাকার অঙ্কে যা পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। বুধবার (১ এপ্রিল) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট মাসে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ৬৩ হাজার ৩২৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মূল এডিপির ৩০ দশমিক ৩১ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আলোচ্য সময়ে ২৯ দশমিক ৮৭ শতাংশ বা ৬৭ হাজার ৫৫৩ কোটি, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৩ দশমিক ৬৫ শতাংশ বা ৮৫ হাজার ৬০২ কোটি টাকার এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ রিহাব)

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন পদ্ধতি কী হবে, আলোচনার জন্য সংসদে মুলতবি প্রস্তাব

জুলাই জাতীয় সনদের বাস্তবায়ন পদ্ধতি কী হবে, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য সংসদে মুলতবি প্রস্তাব এনেছেন সরকারি দলের সংসদ সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক। বুধবার (১ এপ্রিল) প্রস্তাবটি গ্রহণ করে আগামী ৫ এপ্রিল আলোচনার জন্য দুই ঘণ্টা সময় দিয়েছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম। প্রস্তাবটির বিষয়ে সংসদে স্পিকার বলেন, বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে তৈরি হলো এক বিরল নজির। দীর্ঘ ৫৩ বছরের পথচলায় এই প্রথমবারের মতো ট্রেজারি বেঞ্চ বা সরকারি দলের কোনো সদস্যের আনা মুলতবি প্রস্তাব আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এর আগে, গত ৩০ মার্চ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার জন্য একটি মুলতবি প্রস্তাব এনেছিলেন। সেটি নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। অন্যদিকে, সংবিধান সংস্কার পরিষদের সভা আহ্বান বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ২৯ মার্চ মুলতবি প্রস্তাব এনেছিলেন বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। এটি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার সংসদে আলোচনা হলেও, কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এ বিষয়ে প্রতিকার না পাওয়া এবং প্রস্তাবটি চাপা দিতে আরেকটি মুলতবি প্রস্তাব আনার প্রতিবাদে আজ (বুধবার) ওয়াকআউট করে বিরোধীদল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ রিহাব)

সংরক্ষিত নারী আসন; রুমিন ফারহানা ছাড়া স্বতন্ত্র এমপিরা বিএনপির সঙ্গে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির সঙ্গে জোটে থাকবেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা (এমপি)। তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্য রুমিন ফারহানা সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির সঙ্গে জোটে থাকছেন না। সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী পৃথক জোটগত নির্বাচন করবে। জামায়াতের সঙ্গে থাকবে এনসিপি (জাতীয় নাগরিক পার্টি)। বিএনপির সঙ্গে থাকবে দলটির মিত্ররা। বুধবার (১ এপ্রিল) নির্বাচন ভবনে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, এনসিপি আর জামায়াত জোট করছে। বিএনপির সঙ্গে আছে গণঅধিকার পরিষদ, গণসংহতি আন্দোলন এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)। ছয়জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যও বিএনপির সঙ্গে আছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ রিহাব)

আমেরিকার সঙ্গে ইউনূস সরকারের `দেশবিরোধী গোপন চুক্তি, বাতিল চায় সিপিবি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করা `দেশবিরোধী গোপন চুক্তি, বাতিল করতে বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। একইসঙ্গে এ ধরনের চুক্তির সঙ্গে জড়িতদের শাস্তিরও দাবি জানানো হয়েছে। বুধবার (১ এপ্রিল) বিকেলে রাজধানীর হাতিরঝিলে সিপিবি ঢাকা মহানগর উত্তর আয়োজিত এক পথসভায় সংগঠনটির নেতারা বলেন, বাংলাদেশকে কোনোভাবেই আমেরিকার কলোনি হতে দেওয়া যাবে না। যারা এই চুক্তি করেছে, তাদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। আগামী ৯ মে,র মধ্যে বিএনপি সরকারকে এই চুক্তি নাকচ করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রামে হামের উপসর্গ নিয়ে শিশুর মৃত্যু, নতুন রোগী ১৮

চট্টগ্রামে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এটিই এ জেলায় এ বছরের প্রথম মৃত্যু। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় শিশুটি। তার বাড়ি কক্সবাজার জেলায়। সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে ১৮ জন সন্দেহভাজন হাম রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে মোট সন্দেহভাজন রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৬ জনে। বুধবার (১ এপ্রিল) প্রকাশিত সিভিল সার্জন কার্যালয়ের প্রতিবেদনে জানানো হয়, এর মধ্যে মহানগরে নতুন ১৬ জন এবং উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় দু-জন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৪.২০২৬ রিহাব)

BBC

IRAN WAR ECONOMIC SHOCKS WILL LAST 'MONTHS', SAYS AUSTRALIA'S PM

Australia's Prime Minister has warned the economic shock from the war involving Iran will "be with us for months", as he delivered a rare televised address to the nation. Speaking on Wednesday, Anthony Albanese said the conflict had driven the biggest spike in petrol and diesel prices in history, and households were already feeling the strain. "Australia is not an active participant in this war. But all Australians are paying higher prices because of it," he added. Addresses of this kind have been used at moments of international importance, last seen in the country during the Covid pandemic and before that the 2008 financial crisis. Australia is among a host of nations that have seen fuel prices increase sharply since the start of the US-Israel war with Iran and the effective closure of the Strait of Hormuz. The near-total blockade of international shipping in the vital waterway - through which around 20% of the world's oil and natural gas flows - has led governments around the world to begin implementing measures to conserve fuel. Albanese has previously sought to reassure motorists following reports of panic-buying and petrol stations running dry.
(BBC Web page : 01.04.2026 Ali Ahmed)

BILLION-PLUS PEOPLE, 3 MILLION OFFICIALS, 33 QUESTIONS - INDIA BEGINS HUGE CENSUS

Does your house have a concrete roof or a thatched one? What is your main cereal? Do you have internet access - or just a basic mobile phone? And how many married couples live under your roof? These are among the 33 questions that more than a billion Indians will be asked as the country launches the world's largest census on Wednesday, marking the first population count in more than 15 years. The two-phase exercise, billed as the world's most ambitious of its kind, will see more than three million officials spend a year counting every person in India. India's 16th census - the eighth since independence in 1947 - will also include caste data and is seen as crucial for policy, welfare delivery and political representation in the world's most populous country. With more than 1.4 billion people, India overtook China in 2023, according to the United Nations Population Fund. Yet, falling fertility and a median age of 28 mean it remains one of the world's youngest countries, with nearly 70% of its population of working age.(BBC Web page : 01.04.2026 Ali Ahmed)

OIL BRIEFLY FALLS BELOW $100 AND SHARES JUMP ON TRUMP IRAN WAR PLEDGE

Oil prices briefly fell below $100 a barrel and shares opened higher in Europe on Wednesday after President Donald Trump said the US will leave Iran in "two to three weeks" regardless of whether a deal is struck with Tehran. Brent crude ticked down to $98.65 before inching back up to $101 following Trump's pledge and ahead of a speech this evening when he will "provide an important update on Iran". In the UK, the FTSE 100 index rose 1.3%. In Germany, the Dax traded 2.1% higher and France's Cac added 1.8%. Since the US-Israel war with Iran, oil and gas prices have soared after Tehran threatened to attack vessels using

the Strait of Hormuz, effectively shutting the key shipping route. On Wednesday, QatarEnergy said a fuel oil tanker the company leased had been "the subject of a missile attack" in the early hours of the morning. It said none of the crew members on board had been injured and there is no impact on the environment as a result of this incident. Qatar's Ministry of Defence said Iran had fired three cruise missiles, two of which were intercepted while the third hit the tanker. Speaking from the Oval Office on Tuesday, Trump said Iran is "begging to make a deal" but whether it happens or not is "irrelevant" to America's timetable.
(BBC Web page : 01.04.2026 Ali Ahmed)

DIVORCED COUPLES IN JAPAN CAN NOW SHARE CUSTODY OF THEIR CHILDREN

Divorced couples in Japan are now allowed to share custody of their children, after a landmark revision to Japan's Civil Code took effect on Wednesday. Before the amendment was approved by parliament in 2024, Japan was the only G7 country that did not recognise the legal concept of joint custody. Custody was typically granted to one parent - in most cases the mother - who had power to cut off the other parent's access to their children. Domestic and international criticism has been mounting against the sole custody system in Japan, which critics say led many divorcees to become estranged from their children after losing custody of them. Previously, divorcing couples in Japan were free to decide custody and visitation arrangements. But if they went to court over it, custody would only be awarded to one parent. Under the new law, a family court can decide whether to grant sole or joint custody to divorcing couples. Parents who divorced under the old system are also now eligible to have their custody arrangement reviewed by the family court. The Civil Code revision also mandates child support payments after divorce, allowing the parent living with the child to claim 20,000 yen (£95; $125) from their ex-spouse every month.
(BBC Web page : 01.04.2026 Ali Ahmed)

CHINA IS TRYING TO PLAY PEACEMAKER IN THE IRAN WAR - WILL IT WORK?

As the war in the Middle East enters its second month, choking the world's energy supply and sending oil prices soaring, China is trying to step in as a peacemaker. It comes as President Donald Trump says US military action in Iran could end in "two to three weeks", but there is no clear sense yet of how that will happen or what comes after. China joins Pakistan, which has emerged as an unlikely mediator in the US-Israel war against Iran. Officials in Beijing and Islamabad have presented a five-point plan with the aim of bringing about a ceasefire and re-opening the vital Strait of Hormuz. Pakistan, which has been a US ally in the past, seems to have won over Trump to mediate this conflict. Beijing, however, is entering the fray as a rival to Washington, ahead of crucial trade talks between Chinese leader Xi Jinping and Trump next month. China's backing on this is "very important," says Zhu Yongbiao, a Middle East expert and director of the Centre for Afghanistan Studies at Lanzhou University.(BBC Web page : 01.04.2026 Ali Ahmed)

UK WILL SEEK CLOSER TIES WITH EU IN LIGHT OF IRAN WAR, STARMER SAYS

The UK will pursue closer economic ties with the European Union in light of the war in Iran, Sir Keir Starmer has said. The prime minister told a news conference he would use a summit with the EU later this year to seek more cooperation with the bloc on the economy and security. It comes as relations between the US and the UK have been increasingly strained by the PM's refusal to be drawn further into the war with Iran. In his speech, Sir Keir warned the conflict would impact the UK but sought to reassure the public the government was taking action to ease the cost of living. The PM is facing calls from opposition parties to set out now how the government plans to protect people from rising energy costs. The Conservatives and Reform UK are both calling for VAT to be taken off household energy bills, while arguing the hike in fuel duty scheduled for September should be cancelled. The Liberal Democrats are also calling for the increase not to go ahead, while the Greens say the government should commit billions of pounds now to subsidise energy bills from July, when the price cap is recalculated. Plaid Cymru said the government should set out now what support would be available if energy bills rise, while the SNP argues Holyrood should control energy policy.(BBC Web page : 01.04.2026 Ali Ahmed)

:: THE END ::